NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মানুষের স্বরচিত পরিবেশই এখন আত্মঘাতী ফ্রাঙ্কেস্টাইন!

একসঙ্গে স্কুলের ৩৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল ৫

কলকাতা ২৪ এপ্রিল ২০২৪ ১১ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.4.2024, Vol.17, Issue No. 312, 8 Pages, Price 3.00

**উত্তরের ৩ জেলাতেও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস**

## আজ থেকে তাপপ্রবাহ তীব্র হবে গোটা দক্ষিণে

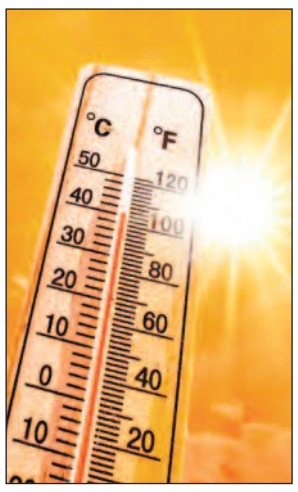

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ থেকে ফের দাবদাহে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ। সঙ্গে চরম গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। সপ্তাহান্তে চরম তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। এর থেকে বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গের নিচের তিন জেলাও। তবে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গের উপরের জেলাগুলিতে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ এলাকাতেই তাপমাত্রা সামান্য কমেছিল। যদিও উপকূলবর্তী এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দিঘায় তীব্র তাপপ্রবাহ ছিল। মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ আশপাশের জেলায় গরম থাকলেও তা অসহ্য হয়ে ওঠেনি।

শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে অস্বস্তি ছিল নিয়ন্ত্রণেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মেঘলা থাকার কারণে পশ্চিমের কিছু জায়গায় গরম কম ছিল। মেঘ কেটে গেলেই গরম বৃদ্ধি পাবে। শুষ্ক পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণে তাপমাত্রা বাড়বে। আগামী এক-দু'দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়াবে। সঙ্গে ভোগান্তি বৃদ্ধি করবে তাপপ্রবাহ। ২৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার থেকে ২৭ এপ্রিল, শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের তীব্রতা থাকবে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় চলবে তাপপ্রবাহ। পূর্ব মেদিনীপুরে মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে বুধ এবং বৃহস্পতিবার তীব্র তাপপ্রবাহ হতে পারে।

দুই জেলাতেই জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। বুধ এবং বৃহস্পতিবার তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানেও। সেখানেও জারি কমলা সতর্কতা।

শুক্র এবং শনিবার তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে দুই মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, দুই ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, হুগলিতে। ওই জেলাগুলির মানুষজনকে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ওই দুই দিন চলবে তাপপ্রবাহ।

মঙ্গলবারের পর বুধবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে। সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলতে পারে মালদহ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। সেখানে কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। রাজ্যবাসীকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রয়োজন ছাড়া দুপুরে বেরোতে বারণ করেছে। পাশাপাশি, প্রচুর জল খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস।

# বঙ্গের জোড়া সভায় শাহর নিশানায় রাজ্যের দুর্নীতি ইস্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মালদহে দক্ষিণে রোড-শো এবং তার পরে রায়গঞ্জে সমাবেশ। বাংলায় এসে জোড়া কর্মসূচিতে চাকরি বাতিল নিয়েও আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২৫,৭৫৩ চাকরি বাতিল হয়। মঙ্গলবার নানা বিষয়ে আক্রমণের মধ্যে এসএসসি দুর্নীতির প্রসঙ্গও তুললেন শাহ।

মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার এবং রোডশো করতে এসে এভাবেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় দফায় মালদহ এসে রোড শো করেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইংরেজবাজার শহরের ফোয়ারা মোড় থেকে রবীন্দ্র অ্যাভেনিউ এলাকার রবীন্দ্রমূর্তির কাছেই রোড-শো শেষ হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দক্ষিণ মালদহের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে হুডখোলা গাড়িতে পাশে নিয়ে এই রোড-শো করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রোড-শোকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও দলীয় ঝান্ডায় সামিল হন দলীয় নেতা, কর্মীরা।

তিনি বলেন, 'গতকালই ২৫ হাজার চাকরি বাতিল করেছে হাইকোর্ট। ১০ লাখ, ১৫ লাখ টাকা করে চাকরির জন্য ঘুষ নিত। মা-বোনেরা, আপনাদের কাছে, আপনাদের ভাই-ছেলেদের চাকরি জোটানোর জন্য ১৫ লাখ টাকা আছে? নেই তো? তা হলে ওঁরা চাকরি পাবেন কী ভাবে?' রায়গঞ্জের সভায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেও আক্রমণ করেন শাহ। তিনি বলেন,'ওঁদের এক মন্ত্রীর ঘর থেকে ৫১ কোটি টাকা নগদ বেরিয়েছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় আজ জেলে বসে আছেন।' একই সঙ্গে শাহ বলেন, 'আমি জানতে চাই, এই কাটমানি, এই চাকরি, খনিতে দুর্নীতি বাংলায় আটকানো উচিত কি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা পারবেন? এটা শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদি সরকারই বন্ধ করতে পারবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, উজ্জ্বল ভারত গড়তে গেলে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গেলে এনআরসি এবং সিএএ দরকার। ভ্রষ্টাচার বন্ধ করতে হবে। বেকারত্ব দূর করতে হবে। যেটা গত দু-বারে ক্ষমতায় থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকার করেছেন। এরাজ্যে তৃণমূল সরকার শুধু দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচার করে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটাই ভাষা সেটাই হচ্ছে আপনাদের ভোট। এই ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থীকে অন্তত এক লক্ষেরও বেশি ভোট দিয়ে জয়ী করতে হবে। শাহ প্রথম থেকেই রাজ্য বিজেপিকে ৩৫ আসন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিলেন। এর পরে তাঁর মুখে ৩০-এর বেশি আসনের কথা শোনা গিয়েছিল। মঙ্গলবারও তিনি বলেন, '৩০ আসন জিতিয়ে দিন। মমতাদিদির হিম্মত হবে না উন্নয়ন আটকানোর।' একই সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে নাম না করে শাহ বলেন, 'সিএএ কার্যকর হলে আপনার কী সমস্যা?' সিএএ নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শাহের দাবি, কংগ্রেস, তৃণমূলের ক্ষমতা হবে না সিএএ আটকানোর। সন্দেশখালি প্রসঙ্গও ছিল শাহের মঙ্গলবার বক্তৃতায়।

# ভয় দেখানোর খেলা চলছে, বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

**মিলন গোস্বামী ● রামপুরহাট**

ভোটের আগে বিজেপি বিরোধীদের ভয় দেখানোর খেলা খেলছে। ওরা গণতন্ত্রকে জেলখানায় ভরে দিয়েছেন। নাম না করে তারাপীঠে নির্বাচনী জনসভায় মোদিকে এভাবেই নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বীরভূমের হাঁসনে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে জনসভায় এসে তিনি বলেন, 'বিজেপি ঘাবড়ে গিয়েছে, ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরা ভাগাভাগি করতে চায় তাই ভেদাভেদের কথা বলে বেড়াচ্ছে'।

ওরা ভয় পেয়েছে বলেই ভোটের আগে এনআরসি, সিএএ -র খেলা চলছে, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের খেলা চলছে। তার পাশাপাশি কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা দেয়নি ওরা এবার সবার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। নাগরিকের সব অধিকার কেড়ে নেবে। ওয়ান ইলেকশন ওয়ান পার্টি, ওয়ান গভর্মেন্ট ওয়ান লিডার করতে চায় বিজেপি। নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মমতা এদিন বলেন, সকাল থেকে রাত্রি শুধুমাত্র 'প্রচারবাবুর' জয়গান। প্রচার বাবুর ছবি আর বিজেপির লোগো সর্বত্রই। তিনি বলেন, এটা লোকসভার নির্বাচন তাই রাজ্যের উন্নয়ন হয়েছে সেটা আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

তবু তিনি এদিন রাজ্যের পাশাপাশি জেলার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, 'মোদি সরকার গণতন্ত্রকে জেলখানায় ভরে দিয়েছেন সর্বত্রই 'প্রচার বাবু'র কর্তৃত্ব। এমনটা হলে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে'। তিনি বলেন, লোকসভায় শতাব্দি, অসিত মালকে হুমকি দেওয়া হয়েছে ,কারণ তারা মানুষের কথা বলেছেন। ভোটের আগে চাঁদুর বাড়িতে তল্লাশি হল যদিও চন্দ্রনাথ তাঁকে কিছু জানায়নি তবুও তিনি জানেন চান্দুকে বলেছে, 'তৃণমূল করবে না বসে যাও'। আর এসবই 'খেলা চলছে '। তবে তাঁর সাফ যুক্তি, ভয় দেখিয়ে কোনও কাজ হবে না, ভাগাভাগি করেও কিছুই হয় না। এরপর তিনি বলেন, কেষ্টকে ভোটের আগে ওরা নজরবন্দি করে রাখতো, এখন ওকে জেল বন্দি করা হয়েছে। তবে ইলেকশনের পর ওকে ছেড়ে দেবে বলেও মমতার যুক্তি, কেষ্ট যাতে ইলেকশনে অংশগ্রহণ করতে না পারে তার জন্যই এমন ব্যবস্থা।

শুধু তাই নয়, এদিন নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে মোদির প্রসঙ্গ এনে তিনি জানতে চান, 'আপনারা দুর্গাপূজা, সরস্বতী পুজো করেন না? মোদি বলেন , এখানে নাকি মা-বোনেদের সম্মানহানি হচ্ছে। তারপর তার সংযোজন, 'আগে নিজেদের ঘরের দিকে তাকান। আপনারাই মহিলাদের সম্মান করেন না। তৃণমূলকে আটকাতে সিপিএম ও কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করেছে বিজেপি। ভোট ভাগ করিয়ে আসন দখল করতে চায়। কংগ্রেস এবং সিপিএমও হাত ধরাধরি করে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে চায়।' মমতা এদিন জানান সিপিএমের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, এই রাজ্যে কংগ্রেসকে তারা সমর্থন করেন না। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপিকে আটকাতে ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করবেন।

এরপরই ২০১৬ সালে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়দান প্রসঙ্গ নিয়ে ফের একবার সরব হন। তারাপীঠ এসে নির্বাচনী জনসভায় শীতলকুচির প্রসঙ্গ টেনে এনে মমতা বলেন, শীতলকুচির ঘটনায় এক রাজবংশী- সহ চারজন সংখ্যালঘুকে খুন করা হয়, এখানে যিনি বিজেপির টিকিট নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন, তিনি নিজের জালে জড়িয়ে গিয়েছেন। আমি তার নাম তুলতাম না, কিন্তু তিনি বলেছেন আমি নাকি তাকে ফাঁসিয়েছি। মমতার যুক্তি, তিনি কাউকে ফাসাননি, তার প্রশ্ন বিএসএফ জওয়ানরা কার কথায় গুলি চালিয়েছিল?

## 'অভিষেককে খুন করতে চেয়েছিল'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার বীরভূমের তারাপীঠের জনসভায় মমতা বলেন, 'ভোট চলাকালীন বিজেপির এক গদ্দার বলল, বোমা ফাটাব। আরে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে এত রাগ তো বোমা ফাটিয়ে মেরে দে! অভিষেককেও তো খুন করতে গিয়েছিলি। ধরে ফেলেছি আমরা।' মমতা আরও বলেন, 'তার (অভিষেকের) বাড়ি পর্যন্ত রেইকি করেছে। ফেসটাইমে ফোন করেছিল। বলেছে, আপকা সাথ বাত করনা চাহতে হ্যায়। দেখা করলেই গুলি করে দিত।' মমতার কথায়, 'ওদের (বিজেপির) বিরুদ্ধে যারাই লড়াই করবে, হয় তাদের জেলে ঢোকাবে, না হয় খুন করবে।'

# দার্জিলিং থেকে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার বিজেপির সপ্ত অঙ্গ ভঙ্গের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। লোকসভা ভোটের প্রচার জমজমাট। মঙ্গলবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ভোটপ্রচারে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বিজেপিকে একহাত নিলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের একেক দফায় বিজেপির একেক অঙ্গ ভাঙব।'

দেশের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন ২৬ এপ্রিল। এরাজ্যের তিনটি লোকসভা আসনে ভোট হবে। তার মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং লোকসভা। মঙ্গলবার গোপাল লামার সর্মথনে জনসভা করেন অভিষেক। সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন তিনি। জানান, প্রত্যেক দফায় বিজেপির একেকটা অঙ্গ ভাঙা হবে। সভার শেষের দিকে তিনি বলেন, 'প্রথম দফায় বিজেপির মাথা ভেঙেছি, দ্বিতীয় দফায় কাঁধ, তৃতীয় দফায় কোমর, চতুর্থতে হাত, পঞ্চম দফায় পা, ষষ্ঠ বারে হাঁটু ও সপ্তম দফায় গোটা শরীর ভেঙে বলো হরি, হরি বোল।'

এছাড়াও বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় 'বঞ্চনা' নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূলের সেনাপতি। আবাস যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্পে টাকা না পাওয়ার কথা উঠে এসেছে তাঁর মুখে। তৃণমূল প্রার্থী এই আসনে জেতার পর চলতি বছরের শেষের দিকে আবাস যোজনার টাকা রাজ্য সরকার মিটিবে দেবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'গোপাল লামা যদি আপনাদের আশীর্বাদে যেতেন, কাজ করার সুযোগ পান, তাহলে দার্জিলিং লোকসভায় যাঁরা আবাসের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের প্রথম কিস্তির টাকা ৩১ ডিসেম্বের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেবে আমাদের রাজ্য সরকার।'

### মালদহ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এদেশের ১৭ টি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি। যে কোনো একটি রাজ্যে লদীর ভান্ডার চালু করে দেখাক, তাহলে আমি রাজনীতি থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিব। ওযা সেটাই পারছে না, আবার বলছে ক্ষমতায় এলে নাকি তিন হাজার টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার করবে। মঙ্গলবার বিকালে মালদায় নির্বাচনী প্রচারে এসে এভাবে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। মঙ্গলবার বিকেলে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে বৈষ্ণবনগর এলাকার আইটিআই কলেজ সংলগ্ন মাঠে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি। আর সেই নির্বাচনী সভা মঞ্চ থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে গুজরাত, ত্রিপুরা থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ, এমনকী অসম থেকে শুরু করে রাজস্থান ভারতের ১৭টি রাজ্যে বিজেপির সরকার রয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো কোথাও লদীর ভান্ডার চালু করতে পারেনি ওরা। আবার মুখে বড় বড় কথা বলছে। ক্ষমতায় এলে এরাজ্যে ৩ হাজার টাকা লদীর ভান্ডার করবে। আমি বলছি আগে আপনার বিজেপি শাসিত যে কোনও একটি রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করে দেখান। তাহলে আমি সারা জীবনের মতো রাজনীতি থেকে বিদায় নেব। বিজেপি শুধু সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছে।'

## নিরাপত্তা বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** জঙ্গিরা টার্গেট করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে! মারাত্মক এই তথ্য সোমবার প্রকাশ্য এনেছে কলকাতা পুলিশ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক দুজনেরই নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তাঁদের বাড়ি এবং অফিস- দু-জায়গারই সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। রাজ্যের নিরাপত্তা অধিকর্তা এ নিয়ে ইতিমধ্যেই একদফা উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের জনসভাগুলি নিরাপত্তা আরও বাড়ানো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে সভা হবে, সেই সব জায়গায় বাড়তি ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে রাজনৈতিক বিভিন্ন জনসভাগুলিতে ফ্রিস্কিং, চেকিং আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি, বহুতল থেকে নজরদারি আরও বাড়ানোর বার্তাও দেওয়া হয়েছে। কোনওরকম ঢিলেঢালা মনোভাব যাতে না থাকে, সেই নির্দেশেও বৈঠকে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। ওই বৈঠক থেকে সব জেলার পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন কমিশনারেটের সিপিদের বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে।

## ফের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল:** আরও ১৪ দিন জেল হেপাজতের মেয়াদ বাড়ল কেজরিওয়ালের। তিহার জেলেই আরও ১৪ দিন থাকতে হবে তাঁকে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিল্লির একটি আদালত। শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতেই থাকতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই মেয়াদ ফুরনোর দিনই দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ কোর্টে কেজরির জামিনের আবেদন নিয়ে শুনানি হয়। সেখানে আদালতের নির্দেশ, আরও ১৪ দিন জেলেই বন্দি থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায়ও জেল থেকে বেরতে পারবেন না কেজরি। যদিও এদিন আদালত নির্দেশ দিয়েছে, জেলে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে কেজরিওয়ালের জন্য। দরকার পড়লে পরামর্শ নিতে হবে এইমসের চিকিৎসকদের থেকেও।

কেবল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নয়, আবগারি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া কে কবিতাকেও ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ৭ মে পর্যন্ত জেলে থাকবেন দুজনেই। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে পরবর্তী শুনানি হবে ২৯ এপ্রিল বা তার পরে। শুনানির আগে অবশ্য এই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে ইডির কাছে জবাব তলব করে সুপ্রিম কোর্ট। ২৪ এপ্রিলের মধ্যে শীর্ষ আদালতের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে।

# প্রাকৃতিক রূপের মতোই বদলাচ্ছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ

**শুভাশিস বিশ্বাস**

পাহাড়ের প্রাকৃতিক রূপের মতোই বদলায় এখানকার রাজনৈতিক চরিত্রও। এবার নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপিকে সমর্থন করে বসলেন বিনয় তামাং। মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, এবারের লোকসভা ভোটে দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তাকেই সমর্থন করছেন তিনি। একইসঙ্গে পাহাড়বাসী, সমতল ও ডুয়ার্সবাসীর কাছে তাঁর আবেদন, 'রাজু বিস্তাকে জয়ী করুন। সঙ্গে এও জানান, তাঁর আশা ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। তাই বিজেপিকে ভোট দিন। আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে ভারতীয় জনতা পার্টি।'

প্রসঙ্গত, চব্বিশের ভোটে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে মুনিশ তামাংকে। অন্যদিকে, লোকসভা ভোটের ঠিক আগেই পাহাড়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল হামরো পার্টি কংগ্রেসের হাত ধরে যোগ দিয়েছে ইন্ডিয়া জোটে।

এদিকে হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ডের সম্পর্ক ভালো নয় বিনয়ের। তার উপর প্রার্থী নির্বাচনে বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে দল কোনও আলোচনাই করেনি বলে অভিযোগ। এনিয়ে অভিমান ছিলই। ফলে এই জোড়া ঘটনায় অভিমানী বিনয়ের এমনই পদক্ষেপ দার্জিলিংয়ে ভোটের আগে।

এদিকে এর আগেই বিজেপির প্রার্থী রাজু বিস্তা এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেন, পাহাড়ের লোকেরা কখনই ক্ষমতাসীন টিএমসিকে সমর্থন করেনি। কারণ, এই প্রতীকটির কারণে ২০১৭ সালে প্রাণ হারাতে হয়েছিল ১১ জনকে। এতে রক্তের দাগ রয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও জানান,'পাহাড়ে চা বাগানের পরিস্থিতি ভয়াবহ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা চান, চা বাগানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক। যাতে এই সব জমি মাফিয়াদের বিক্রি করে দেওয়া হয়। এরপর এখানে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করবে তাঁরা।' তবে সঙ্গে এও জানান, এই পরিকল্পনা কিছুতেই সফল হতে দেবেন না তিনি।

তবে রাজু যাই দাবি করুন না কেন, নির্বাচনের আগে তাঁর পায়ের তলাও মাটিও মোটেই শক্ত নেই। তার বিরুদ্ধে সরব দলেরই একাংশ। রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে দু'বারের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নৃপেন দাসের অভিযোগ, 'দার্জিলিংয়ে তিনি বহিরাগত। প্রথম থেকেই প্রবলভাবে বাঙালি ও রাজবংশী বিরোধী। জাতপাতের রাজনীতি করার পাশাপাশি পাহাড়ের মানুষকেও পাঁচ বছর ধরে ঠকিয়ে আসছেন, মিথ্যাচার করেছেন। পাহাড়ের মানুষের সমস্যা সমাধান না করে তা কৌশলে জিইয়ে রেখেছেন। যাতে ফের পাহাড়ের মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন উতরে যেতে পারেন।'

*বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ*

## ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড বিনয়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কংগ্রেসে থাকলেও দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে দেখা যাচ্ছিল না বিনয় তামাংকে। এরপর মঙ্গলবার সরাসরি বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করে তাঁকেই ভোট দেওয়ার আবেদন জানাতেই পদক্ষেপ করা হল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে। মঙ্গলবার বিধান ভবনের তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, দল বিরোধী কাজের জন্য তাঁকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারে এক ভিডিও বার্তায় বিনয় জানান, 'আগামী ২৬ এপ্রিল হতে চলা নির্বাচনে পাহাড়বাসী, শিলিগুড়ি সমতলবাসী, ডুয়ার্সবাসী ও গোর্খাদের ন্যায় দিতে ও তাঁদের হিতার্থে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রাজু বিস্তাকে আমি সমর্থন করছি। আর পাহাড়াবাসী, শিলিগুড়ি সমতলবাসী, আমার সমর্থক, বন্ধু, ভাইবোনেদের ও সাধারণ মানুষকে আমি আবেদন জানাচ্ছি যে, আগামী ২৬ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে ভোটে দিন এবং জয়ী করুন। এর প্রধান কারণ, কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসতে চলেছে, আর ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গেও ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।'

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫০২৪ নং এফিডেভিট বলে Dalia Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Dalia Chatterjee W/o. Sukdeb Chatterjee D/o. Prosanta Banerjee যাহা সত্য।

### নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭ নং এফিডেভিট বলে Sk Minhajus Siraj S/o. Bajlur Rahaman ও Seikh Minhajus Siraj S/o. Rahaman Bajiur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৩৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dilip Kumar Ghosh ও D. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### Change of Name

I, **Sk. Hipazat Karim** S/o Samsul Sek @ **Sk. Hipazat Karim** S/o Sekh Samsul, resident at Vill No- 035, Sadatpur (Paschim) Sadatpur, P.S: Kharagpur (L), Dist- Paschim Medinipur shall henceforth be known as **Sk. Hephajat Karim** S/o **Sk. Samsuddin** declared In the Court of Learned Judicial Magistrate (1st Class) at Paschim Medinipur, vide affidavit No.– 6683, dated 18/04/2024. That **Sk. Hephajat Karim** S/o Sk. Samsuddin, **Sk. Hipazat Karim** S/o Samsul Sek, **Sk. Hipazat Karim** S/o Sekh Samsul both are same & identical person.

### নাম-পদবী

গত ১৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৩৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Tarun Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailen Kumar Roy ও S. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

### REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (GLADIOUS FABRICS Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on ecstacy.onerise@gmail.com




## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ২৪ শে এপ্রিল, ১১ ই বৈশাখ। বুধবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী রাহুর র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

**মিথুন রাশি :** তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

**কর্কট রাশি :** বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

**সিংহ রাশি :**শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

**কন্যা রাশি :** আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

**তুলা রাশি :** এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

**বৃশ্চিক রাশি :** একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

**ধনু রাশি :** তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

**কুম্ভ রাশি :** দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

**মীন রাশি :** পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

### বিজ্ঞপ্তি

**জেলা হুগলীর প্রথম সিভিল জজ্ (সিনিয়ার ডিভিশন) মোকাম চুঁচুড়া**
**২০২২ সালের ১৫১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা**
**শ্রীমত্যা সাধনা সাহা ......বাদী**
**বনাম**
**শ্রী পলাশ সাহা দীং ..... বিবাদীগন**

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার বাদী **শ্রীমত্যা সাধনা সাহা**, স্বামী- ৺ পিন্টু কুমার সাহা, সাকিম- ২ নং কাপাসডাঙ্গাঁ কলোনী, আকাশন দিঘীরপার (বিপ্লব সংঘের সন্নিকটে) থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, জেলা হুগলীর, থানা- চুঁচুড়ার অন্তর্গত, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার এলাকাধীন, ৮ নং ওয়ার্ডে আলিপুর মহল্ল্যাস্থিত জে.এল. নং- ১০, কাপাসডাঙ্গাঁ মৌজাস্থিত, এল.আর. খতিয়ান - ৭৪৬, এল.আর. দাগ নং- ১৪৮৪ ভিটি সম্পত্তি পরিমান ০.১১২ একর সম্পত্তি লইয়া স্বত্বসাব্যস্ত, বিভাগবন্টন ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার নিমিত্তে উপরিলিখিত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা **শ্রী পলাশ সাহা,** পিতা- ৺ পিন্টু কুমার সাহা, সাকিম- ২ নং কপাসডাঙ্গাঁ কলোনী, আকাশন দিঘীর পার (বিপ্লব সংঘের সন্নিকেটে) থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলীর এর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যদের আনায়ন করিয়াছে। উক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু ও নিয়ম সমূহ সম্পর্কে আপনার অর্থাৎ উক্ত পলাশ সাহা, পিতা- ৺ পিন্টু কুমার সাহা মহাশয়ের কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে বা কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে, নিজে বা কোন উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
**শ্রী দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য**
**এ্যাডভোকেট**

আদালতের অনুমত্যানুসারে
**শ্রী চরণ সিং**
**সেরেস্তাদার**
সিভিল জজ্ (সিনিয়ার ডিভিশন)
১ম কোর্ট, হুগলী

### NOTICE

**BEFORE LD. DISTRICT JUDGE HOOGHLY AT CHINSURAH**
**REF: MAT SUIT NO. 146/2020**

**Sujata Modak** ...... **Petitioner/Wife**
**V/s**
**Santosh Modak** ....**Respondent/Husband**

Whereas **Smt. Sujata Modak,** W/o Shri. Santosh Modak, D/o Sunil Modak, presently residing at Paschinpara, 3 No. Madhyapara, Dwarbasini, P.S. Pandua, Dist Hooghly has filed a **Mat Suit vide. No. 146/2020, U/s 13 (1) (a) & (b) of Hindu Marriage Act, 1955 for decree of divorce against you** and the same is pending Before Ld. District Judge Hooghly at Chinsurah. That by dint of this notice you i.e. Shri. **Santosh Modak,** S/o Dinabandhu Modak, of Vill. & P.O. Dwarbasini, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin712149, are hereby directed to appear within 30 (Thirty days) from the date of publication of this notice before the court personally or through your duly authorized counsel to show cause as to why the relief claimed by the petitioner against you should not be granted, failing which the court shall proceed against you as per law.

**Bijayendra Nath Chowdhury**
**Advocate**
Chinsurah Court, Hooghly

**Charan Singh**
**Seristadar**
District Judges' Court
Hooghly at Chinsurah

### NOTICE

This is inform you that my client namely Ratna Chakraborty W/o Late Prabir Chakraborty residing at 1/5/10 B Garden lane P.O. B Garden P.S. A.J.C Bose Police Station Howrah Pin- 711103, do hereby solemnly affirm and declare as follows 1.That I am law abiding citizen of india and above mention address is permanent and correct. That one original Deed of Sale being deed no. 3181 of 2000 dates 23.06.2000 executed before the Additional District Sub-Register at Howrah has been lost from my residence i.e. 1/5/10 B garden lane, Police Station A.J.C. Bose B. Garden District Howrah Pin-711103 and not find the same till date. That I lodged a general dairy vide no. 878 dated 19.04.2024 in local A.J.C Bose B Garden Police Station for the missing of original Deed being deed no. 3181 of 2000 That I am swearing in this affidavit that original Deed being deed no. 3181 of 2000 That the statement contained in all foregoing paragraph of the affidavit are true to the best of my knowledge and belief during publication if any person desire to give any objection/opinion then contact 6289159601 and the time period will be calculated 7 days from the date of publication in the newspaper.

**Randhir Singh**
**(Advocate)**
**Howrah Judges Court**
**(M +91 99033 77656)**

# দ্বিতীয় দফার আগে তথ্য তুলে ধরল এডিআর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আগামী ২৬ শে এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। এই দফায় রাজ্যে তিনটি লোকসভা কেন্দ্র যেমন বালুরঘাট, দার্জিলিং এবং রায়গঞ্জে ভোটগ্রহণ হবে। প্রার্থীদের দেওয়া হলফনামাকে বিশ্লেষণ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ এবং এডিআর কিছু তথ্য তুলে ধরল।

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে তিনটি লোকসভা কেন্দ্র মিলে মোট ৪৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তার মধ্যে বালুরঘাট থেকে ১৩ জন, দার্জিলিং থেকে ১৪ জন এবং রায়গঞ্জ থেকে ২০ জন। এই ৪৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন প্রার্থী অর্থাৎ ২৩ শতাংশ প্রার্থী নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার কথা জানিয়েছেন। আবার ১০ জন তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলার কথা জানিয়েছেন। ১৭ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে, ২৭ জন প্রার্থী তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তার বেশি বলে জানিয়েছেন, তিনজন প্রার্থী জানিয়েছেন তারা শুধুমাত্র সাক্ষর। ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে প্রথম দফায় ২০ জন প্রার্থী রয়েছেন। ৪১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে প্রার্থী রয়েছেন ২১ জন। ৬১ বছর থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৬ জন প্রার্থী রয়েছেন এই দ্বিতীয় দফায়। দ্বিতীয় দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৩ জন অর্থাৎ ৬ শতাংশ মহিলা প্রার্থী রয়েছেন।

# ভোটের নজরদারিতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতা পেল কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা ভোটের নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা জোরালো করতে প্রথমবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফল্য পেল নির্বাচন কমিশন। যার ভিত্তিতে একজন প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফার ভোটে কোচবিহারের একটি বুথে একজন প্রিসাইডিং অফিসারকে ভোটারদের কানে কানে কিছু বলতে দেখা যায়। কলকাতা অফিসে বসেই ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকেরা দেখতে পান। এর পরেই ওই প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। তার জায়গায় অন্য প্রিসাইডিং অফিসারকে এনে ভোট করানো হয়।

লোকসভা ভোটে রাজ্যের সমস্ত বুথে 'ওয়েবকাস্টিং' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর ফলে বুথে কী ঘটছে, তার পুরোটাই কলকাতায় বসে দেখতে পারবেন কমিশনের কর্তারা। সেই মতো নির্দেশ যাবে আধিকারিকদের কাছে। বুথের ভিতরে ও বাইরে থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা। প্রয়োজনে তার ফুটেজও দেখবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা।

'ওয়েবকাস্টিং' হলো এক ধরনের মিডিয়া স্ট্রিমিং প্রযুক্তি, যার সাহায্যে একসঙ্গে অনেকের কাছে কোনও লাইভ দৃশ্য (ভিডিও ও অডিও) পৌঁছনো যায়। এতে ইন্টারনেট বাধ্যতামূলক। এবং এজন্য আলাদা করে লাইসেন্স নিতে হয়। সূত্রের খবর, প্রথমে ঠিক হয়, রাজ্যের ৫২ শতাংশ বুথে 'ওয়েবকাস্টিং' হবে। কিন্তু স্বচ্ছতার স্বার্থে সব বুথেই তা করার নির্দেশ এসেছে দিল্লি থেকে। রাজ্যে এ বার ৮০ হাজার ৪৫৩টি বুথে ভোটগ্রহণ হবে। কমিশনের এক শীর্ষকর্তা জানান, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, 'ওয়েবকাস্টিং' হলে অভিযোগ কম আসে। কারণ, এর মাধ্যমে বুথের লাইভ ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ফলে কেউ গোলমাল পাকালে শনাক্ত করতে সুবিধা হয়। দুষ্কৃতীরা তাই সাবধান থাকে। বাংলায় শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে সব বুথেই ওয়েবকাস্টিংয়ের দাবি জানিয়েছে বিজেপি-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল। এতে কমিশনের কাজেও সুবিধা হবে। এমনিতেই ভোটের দিন অজস্র অভিযোগ জমা পড়ে কমিশনে। আমজনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিও অভিযোগ জানায়। যেগুলি অনেক সময়েই ভুয়ো বলে জানা যায়। মিথ্যা অভিযোগের জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনীও বিপথে চালিত হয়। 'ওয়েবকাস্টিং' হলে সেই আশঙ্কা থাকবে না। গোলমালের খবর মিললে লাইভ স্ট্রিমিংয়েই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পারবে কমিশন।

# ৫ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিভ্রান্তি, বাড়ছে জটিলতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ ১৬ এপ্রিল নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্যের দেওয়া উপাচার্যদের তালিকা থেকে যে ছ'জনকে বাছা হয়েছে তাঁদের অবিলম্বে নিয়োগ করা হোক। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ওই ৬ জনকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু এক সপ্তাহের মাথাতেও উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ধন্দ কাটল না। উল্টে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাড়ছে জটিলতা।

বিভ্রান্তির কারণ, এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল-আচার্য সিভি আনন্দ বোসের উপাচার্য নিয়োগ করার খবর প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে ছ'দিন আগে। কিন্তু রাজভবন থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত মাত্র একটির সরকারি অনুমোদন মিলেছে। তিনি হলেন যাদবপুরের অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। বাকি পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অস্থায়ী উপাচার্যদের নাম প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও তাঁরা আচার্য-রাজ্যপালের কোনও চিঠি পাননি।

প্রকাশ্যে নাম প্রচারিত বা প্রকাশিত হলেও যে ৫ জন উপাচার্যের দায়িত্ব নেওয়ার চিঠি পাননি তাঁরা হলেন অধ্যাপক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রেম পোদ্দার, অধ্যাপক অমিয় কুমার পাণ্ডা, অধ্যাপক তপন কুমার বিশ্বাস এবং অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ঘোষ। এঁদের যথাক্রমে গৌর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রামের সাধু রাম চাঁদ মুর্মু ইউনিভার্সিটি, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ইউনিভার্সিটি (ঠাকুরনগর) ও সিঙ্গুরের রানি রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটির জন্য উপাচার্য করার কথা।

# ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে দাঁড়াল পূর্ব রেল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আইপিএল দেখে বাড়ি ফেরা সত্যিই এক বিড়ম্বনা কলকাতার উপকণ্ঠের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে। কারণ খেলা শেষ হতে বেশ অনেকটাই রাত হয়ে যাচ্ছে।তবে পূর্ব রেল বিশেষ ব্যবস্থা রাখছে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য। পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৬ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল এবং ১১ মে খেলা শেষ হওয়ার পর সবাইকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে পূর্ব রেল।

উপরোক্ত দিনগুলিতে রাত ১১৫০ মিনিটে একটি ১২ কোচের ইএমইউ ট্রেন প্রিন্সেপঘাট থেকে ছেড়ে বারাসাত পৌঁছবে রাত ১ টায়।

# ভোটের মুখে প্রচুর বোমা উদ্ধার, এনআইএ তদন্তের দাবি অর্জুনের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ভোটের মুখে ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ফাইভ-এ বিজয়নগর দিঘির পাড় এলাকার একটি পরিত্যক্ত শৌচালয়ের ভেতর থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করল ভাটপাড়া থানার পুলিশ। পরিত্যক্ত ওই শৌচালয়ে চারটে মাঝারি ড্রাম ও তিনটে প্লাস্টিকের কন্টেনারে বোমাগুলো মজুত রাখা ছিল। সোমবার বোমাগুলো দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন। সিআইডির বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা এসে এদিন সন্ধেয় নির্জন দিঘির পাড়ে বোমা গুলো নিষ্ক্রিয় করে।

স্থানীয় লোকজন মারফত বোমা মজুত রাখার খবর পান ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ওইদিন সন্ধেয় তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান। যদিও বিপুল সংখ্যক বোমা উদ্ধারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেই অভিযোগ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বোমার ছবি-সহ টুইট করেন। টুইটের পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। কারা, কেন পরিত্যক্ত ওই শৌচালয়ে বোমা মজুত রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ভোটের মুখে বিপুল সংখ্যক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এনআইএ তদন্তের দাবি করেন।

তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের দুই শিষ্য সনৎ দে ও বিষ্ণু অধিকারী ওখানে বোমাগুলো মজুত রেখেছিল। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাধ্য হয়েই এদিন তিনি টুইট করেন। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা তরুণ দাস জানান, একবছর আগে ঠিক ওই জায়গা থেকেই অনেক বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। এবারও একই জায়গা থেকে প্রচুর বোমা পাওয়া গিয়েছে। বোমা উদ্ধারে তাঁরা আতঙ্কিত। তাঁর দাবি, রাতের অন্ধকারে বহিরাগতরা এসে বোমা লুকিয়ে রাখছে। তবে বোমা উদ্ধার নিয়ে এসিপি জগদ্দল অভিষেক বালিয়ার বলেন, 'পুলিশের তরফে এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। তাছাড়া বোমা উদ্ধারের জন্য মাঝে মধ্যেই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।'

# ডিসপ্লে বোর্ড ফেলে, কাঁচ ভেঙে যাত্রী বিক্ষোভ হাওড়া স্টেশনে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** ট্রেন আসতে দেরি হওয়ায় ও সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্য রেল না দেওয়ায় হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে যাত্রী বিক্ষোভ। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা অনুসন্ধান অফিসের কাঁচ ভেঙে দেয় বলেই অভিযোগ রেলের। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের ডিসপ্লে বোর্ড ও ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। যাত্রীদের অভিযোগ হাওড়া বার্বিল জন শতাব্দী এক্সপ্রেস সকাল ৬.২০ তে ছাড়ার কথা ছিল। যদিও ট্রেন সঠিক সময়ে না আসার সঠিক কারণ না জানতে পারায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। যাত্রীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে আসে ছুটে আসে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা। এছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব রেলের আধিকারিকরা এসে ট্রেন ছাড়ার পরবর্তী সময়ে সূচি জানালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলের সিনিয়র ডেপুটি ডিসিএম(খড়গপুর) সূত্রে জানা যাচ্ছে নির্ধারিত ট্রেনটির রেক প্লেসমেন্ট করতে দেরি হয়। আর এর জেরে সমস্যা সৃষ্টি হয়। স্টেশনের মধ্যেই যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন। যদিও তবে ঠিক কী কারণে ট্রেনটির দেরি হল তা জানতে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে।



*টুডে'স বাংলা পত্রিকা পরিবার সম্মান ২০২৪ অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত দেবাশীষ কুমার, শান্তনু দাস, অনুপমা দাস, মৌসুমী দাস।*

# নিমতা তপোবনে সাধন শিবির



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সম্প্রতি নিমতা তপোবন সারদা ভবনে সারাদিনব্যাপী ষষ্ঠ সাধন শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে গীতাপাঠ ও শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠের উপযোগিতা, নিয়মিত ধর্মাচরণে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিক বিচার বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন স্বামী কমলেশানন্দ পুরী, বিশিষ্ট চিকিৎসক গৌর দাস, আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং সমবেত ভক্তমন্ডলী।

অন্যদিকে মল্লভূম ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোলজি সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল মধ্যকলকাতার মহাবোধী সোসাইটি হলে। কলকাতা এবং আশপাশের জেলগুলি থেকে একশত জনের অধিক জ্যোতিষ শিক্ষার্থী ও গুণীজন এতে অংশ নেন। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি শঙ্কর বিশ্বাস, সম্পাদক সমীর ব্যানার্জি, অরুণ বড়াল, রথীন মল্লিক, রূপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

# প্রাকৃতিক রূপের মতোই বদলাচ্ছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ

*প্রথম পাতার পর...*

একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ২০১৯ সালে বিস্তা দার্জিলিংয়ের সাংসদ হওয়ার পর থেকে বাঙালি ও রাজবংশী ভাষাভাষির মানুষের জন্য একটি শব্দও খরচ করেননি। এঁদের জন্য উন্নয়নমূলক কোনও প্রকল্প হাতে নেননি। এমনকী উনি অন্যান্য ভাষায় কথা বললেও গত পাঁচ বছরে বাংলা কিংবা রাজবংশী ভাষায় কোনও বক্তব্য রাখতেও দেখা যায়নি তাঁকে। এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই দলে অন্তর্কলহ চলছে।

পাশাপাশি প্রচারে বেরিয়ে প্রার্থী ঘনঘন বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তেও হয়েছে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে। সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যোগ হল বিস্তার বিরুদ্ধে নৃপেনবাবুর এই মারাত্মক অভিযোগ।

তবে দার্জিলিংয়ে ২০২৪-এর নির্বাচনের মূল ইস্যু, গোর্খাল্যান্ড থেকে চা শ্রমিকদের দাবি। সঙ্গে রয়েছে আরও বেশ কিছু দাবিও। গত কয়েক দশক ধরে, পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি ভারতীয় তথা বঙ্গ রাজনীতিতে একটা বড় ইস্যু। ২০১৭-য় ১০০ দিনের হিংসাত্মক আন্দোলনে প্রাণ যায় ১১জনের। এদিকে ২০০৯ থেকে পাহাড়ের এই কেন্দ্রে ফুটেছে পদ্ম। এই অঞ্চলের সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড়বাসীর মন জয় করেছিল বিজেপি। তবে সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও গোর্খাল্যান্ড তৈরির ক্ষেত্রে তীব্র বিরোধিতা করে চলেছে। এখানে আরও একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল চা শ্রমিকদের সমস্যা। ন্যূনতম মজুরি এবং চা বাগান বন্ধ প্রভাব ফেলছে দার্জিলিংয়ের জনজীবনে। সঙ্গে রয়েছে তাঁদের জীবনে অনুন্নয়নের ছোঁয়া। যা চা বাগানের মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছে।

এই দার্জিলিংয়ে রয়েছে পানীয় জলের অভাব। ১৯১০-১৫ সালে মাত্র হাজার ১৫ মানুষের জন্য নির্মিত জলের পরিকাঠামো বর্তমান জনসংখ্যার জন্য অপর্যাপ্ত। পরিসংখ্যান বলছে, দার্জিলিং শহরে দৈনিক ১৯.৭ মিলিয়ন গ্যালন অর্থাৎ প্রায় ৯০ মিলিয়ন লিটার জল প্রয়োজন। সেখানে স্থানীয় পুরসভা সরবরাহ করে মাত্র ৬.৩৮ মিলিয়ন গ্যালন অর্থাৎ প্রায় ২৯ মিলিয়ন লিটার জল। আশেপাশের এলাকায় ব্যাপকভাবে অবৈধ গাছ কাটার কারণে প্রাকৃতিক ঝর্ণাগুলোতে জলের স্তরও কমেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। ফলে পরিস্থিতি উন্নতি হওয়া তো দূর-অস্ত, আরও অবনতির দিকে এগোচ্ছে সমগ্র ঘটনা। এছাড়াও পাহাড়ের মানুষের আরও এক বড় সমস্যা এখানকার ভূমি ধস এবং মাটি ক্ষয়। দার্জিলিং লোকসভার বিভিন্ন ব্লকে ভূমিধস লেগেই থাকে। এর মধ্যে কার্শিয়ং, বিজনবাড়ির কিছু অংশ এবং গোরুবাথানের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর। এর পাশাপাশি কয়লা খনন আর পাথর উত্তোলনের সঙ্গে রাস্তার নিচে খননকার্য পাহাড়ের ঢালগুলিকে দুর্বল করেছে। বাড়ছে ভূমিধসের ঝুঁকিও।

এই ভূমিধস সাংঘাতিক প্রভাব ফেলছে পাহাড়ের পরিবহণে এবং চাষে। একইসঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দূষণ সমস্যা। ক্রমবর্ধমান দূষণ পর্যটনের উপর প্রভাব ফেলছে সাংঘাতিকভাবে। আর তার জেরে সংকুচিত হচ্ছে পাহাড়ে কর্মসংস্থান। এই সব সমস্যা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলকেই মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি কোনওদিন। ফলে হাজারো প্রতিশ্রুতি স্যাফ্রন ব্রিগেডের তরফ থেকে দেওয়া হলেও তা পূরণ না হওয়ায় গোর্খা গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিয়েছে চাপা এক অসন্তোষ। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি, উন্নয়নই তাঁদের হাতিয়ার। মহকুমা পরিষদ ও পুরনিগম নির্বাচনে জয় পেয়েছেন তাঁরা। এবার লোকসভা নির্বাচনেও জয় নিশ্চিত বলেই প্রত্যয়ী শাসকদল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ এপ্রিল ২০২৪ ১১ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার

# সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু নিয়ে মুখ্যসচিবকে অবস্থান জানানোর শেষ সুযোগ

## আদালত অবমাননার রুল জারির হুঁশিয়ারি বিচারপতির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য অনুমতি নিয়ে শুনানিতে ফের একবার ভৎর্সনার মুখে পড়লেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। মঙ্গলবার চতুর্থবারের জন্য মুখ্যসচিবকে এ ব্যাপারে অবস্থান জানানোর শেষ সুযোগ দিল আদালত। ২রা মের মধ্যে অবস্থান জানাতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। এবারও তিনি অবস্থান না জানালে আদালত অবমাননার রুল জারি হবে বলে স্পষ্টতই হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বিচারপতি বলেন, 'তদন্তের পথে কোনও বাধা এলে তা সরাতে হবে।' প্রসঙ্গত নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় ধৃত সরকারি পদে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করতে প্রয়োজন রাজ্য সরকারের অনুমোদন। কিন্তু সিবিআইয়ের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত তারা কোনও অনুমোদন পায়নি। অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান কী, জানতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নোটিস জারি করে কলকাতা হাই কোর্ট।

মুখ্যসচিব হাইকোর্টে যে রিপোর্ট দেন, তাতে বলা হয় লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের অবস্থান জানানো হবে। এদিন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'মুখ্যসচিবের রিপোর্টে আদালত মোটেই সন্তুষ্ট নয়। নির্বাচনের সঙ্গে মুখ্যসচিবের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও সম্পর্ক নেই। মুখ্যসচিব এই মামলার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। তাঁকে মাথায় রাখতে হবে, দুর্নীতির শিকড় গভীরে, অনেক উচ্চপদস্থ কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।' এই প্রসঙ্গে বিচারপতি মঙ্গলবার জানতে চান, 'এবার কি ধরে নেব, যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁরা এতটাই প্রভাবশালী যে মুখ্যসচিবও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না?'

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এদিন বলেন, 'তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া মসৃণ ভাবে চলছে কিনা সেটা দেখা আদালতের কাজ। যদি বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি মুখ্যসচিব না দেন তাহলে বাধ্য হয়ে আদালতকেই সেই কাজ করতে হবে এবং সেই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করতে হবে। মুখ্যসচিবের রিপোর্টে আদালত মোটেই সন্তুষ্ট নয়। তিনি অযথা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছেন। তিনি এই মামলার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তাঁর বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে পারেননি।'

### শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা

শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। এদিকে মুখ্যসচিবের অনুমতি না পেলে এগোচ্ছে না তদন্ত। নিয়োগ দুর্নীতিতে নেতা-মন্ত্রী ছাড়াও একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এর আগে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে দেরি হওয়ায় প্রথমে মুখ্যসচিবকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তাতেও তিনি উপস্থিত না হওয়ায়, পরে তাঁকে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়। পরে রাজ্যের আবেদনে বিচারপতি সেই নির্দেশ ফিরিয়ে নেন। এরপর নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় মুখ্যসচিবকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। তবে শেষ পর্যন্ত সেই হলফনামা পেলেও তাতে সন্তুষ্ট নয় হাইকোর্ট। এরপরই মঙ্গলবার কড়া ভাষায় মুখ্যসচিবকে কার্যত সতর্ক করতে দেখা যায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে। এমনকি এদিন বিচারপতি বলেন, 'শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি। এরপর আদালত অবমাননার রুল জারি করতে বাধ্য হব।'

# রামনবমীতে অশান্তি মুর্শিদাবাদে, ভোট পিছিয়ে দিতে বলব নির্বাচন কমিশনকে, মন্তব্য শিবজ্ঞানমের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মুর্শিদাবাদে রামনবমীতে অশান্তির ঘটনায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। অশান্তির মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের মন্তব্য, 'আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলব বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়।' তাঁর কথায়, যেখানে মানুষ ৮ ঘণ্টা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের উৎসব পালন করতে পারেন না, সেখানে এই মুহূর্তে ভোটের প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গত, রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এলাকা। বহরমপুরে অশান্তির ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের দাবি ছিল, এই ঘটনায় এনআইএ-কে তদন্ত করতে দেওয়া হোক। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। অশান্তির প্ররোচনা কে দিল তা নিয়ে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। এরই পাশাপাশি এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যকে হলফনামা আকারে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্র এবং রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলি চাইলে হলফনামা দাখিল করতে পারেন। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৬ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি।

অভিযোগ ওঠে, রেজিনগরের শান্তিপুর এলাকা দিয়ে যখন মিছিল যাচ্ছিল, তখন কয়েক জন বাড়ির ছাদ থেকে ইট ছোড়েন। বোমাবাজি করার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় কয়েক জন আহত হয়েছেন বলেও খবর। রামনবমীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে র‍্যাফ নামাতে হয়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন বলেও জানা গিয়েছে।

বহরমপুরের ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, গত বছর রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্রে করে অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল হাওড়া ও হুগলি জেলার কিছু অংশে। এই ঘটনাকে মাথায় রেখেই এবার অশান্তির আশঙ্কা করে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয় হাওড়া জেলায়। এই ঘটনায় এখনও তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকায় সংস্থা এনআইএ। তবে, এবার রামনবমীর দিন হাওড়াতে কোনও অশান্তি না হলেও মুর্শিদাবাদ উত্তপ্ত হয়। রামনবমীর দিন মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনায় যে ভিডিয়ো ফুটেজ মিলেছে তা ইতিমধ্যে সংরক্ষণ করতে নির্দেশও দিয়েছে হাইকোর্ট। পাশাপাশি এসপি মুর্শিদাবাদ ও সিআইডিকে এই ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, পুলিশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পুলিশ। অন্য দিকে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়কে করে পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছে।

# ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলে সমস্যায় পড়তে চলেছে রাজ্যের একাধিক স্কুল!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** অভিযোগ, এমিনতেই বেশিরভাগ স্কুলে পড়ুয়া অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম। কোথাও কোথাও আবার কোনও প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষিকার অবসরগ্রহণের পর কোনও কোনও বিষয় অতিথি শিক্ষকের ব্যবস্থা করে পড়ানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে একসঙ্গে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ায় স্কুলের অবস্থা কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

২০১৬-র প্যানেলে সমস্ত নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। যার মধ্যে যোগ্য প্রার্থীরাও ছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশ, লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে এসএসসি। এই মুহূর্তে স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি চলছে। কিন্তু তারপর কী হবে, তা নিয়েই চিন্তা সকলের। বিশেষ করে সারা বছরই পরীক্ষা, মূল্যায়ন, ফলাফল বাংলার শিক্ষা পোর্টালে তোলা। দিনের পর দিন কাজের চাপ বাড়ছে।

যা আরও বাড়বে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর হাত ধরে।

এই অবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী আচমকা কমে গেলে কাজ ঠিকঠাক সময়মতো করে ওঠা যাবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষ। এই মুহূর্তে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যেতে চলেছে রাজ্য-সহ অনের চাকরিহারা প্রার্থী। আইনি জট ও জটিলতায় পরিস্থিতি কী হবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে। তিনি বলেন, 'স্কুলের পরিচালনা, পঠনপাঠন ইত্যাদি সব ব্যবস্থা দেখা, বোঝা, জানা পর্ষদের দায়িত্ব। ফলে, স্কুলগুলো কীভাবে চলছে এবং চলবে সেটার উপর আমায় নজর রাখতে হবে। তাই যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন রাখব। এবং নির্দোষ প্রার্থী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত যেন না হন, সেদিকে নজর রাখব।' কিছু স্কুলের একাদশ-দ্বাদশের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক এই রায়ের আওতায় আসছেন। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয়সিং বিদ্যামন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সহ-প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'সাংঘাতিক প্রভাব পড়বে স্কুলের উপর। আমাদের সাত জন শিক্ষক এই নির্দেশের অধীনে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একাদশ-দ্বাদশেরই তিন জন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক।'

# অভিষেকের ওপর নজরদারির অভিযোগ পলিটিক্যাল গেম, দাবি অর্জুন সিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ভোটের মুখে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও অফিসের সামনে রেইকির অভিযোগে কলকাতা পুলিশ মুম্বই থেকে রাজারাম রেগে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের দাবি, 'এটা একটা পুরোপুরি পলিটিক্যাল গেম।' মঙ্গলবার হালিশহর চাঁদনি ঘাটে জগন্নাথ মন্দিরে পূর্ণিমা পুজোয় তিনি অংশ নেন। সেখানে ভোগ রান্নায় তিনি হাতও লাগান। জগন্নাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো পুলিশ মন্ত্রী। অথচ বাংলার পুলিশের ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা উঠে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পাবার জন্য ওনারা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করুক।' তাঁর কটাক্ষ, উনি (অভিষেক) তো রাষ্ট্রবাদী লোক নন। যে ওনার ওপর জঙ্গি হানা হবে। এসব পলিটিক্যাল গেম প্ল্যান।

# পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন ফাঁসে তদন্তের নির্দেশ সিআইডিকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এডিজি সিআইডিকে মঙ্গলবার এই নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আপাতত এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ, নিয়োগ-সহ সব ক্ষেত্রেই স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি মান্থা।

মঙ্গলবার এই নির্দেশের পাশাপাশি তিনিএও নির্দেশ দেন, রাজ্যের যে প্রান্তে যত এফআইআর হয়েছে এবং যত প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ করা হয়েছে, এইসবের তদন্ত করতে হবে একসঙ্গে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন, আগামী ২২ মে রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরকে।

১৬ মার্চ, ১৭ মার্চ রাজ্যজুড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ডব্লুপিএসসির ফুড সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের পরীক্ষা হয়।

এদিকে অভিযোগ ওঠে, পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এমনকী তা টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রশ্ন ও উত্তর বিক্রি হয়েছে বলেও অভিযোগ। এরপরই পরীক্ষা বাতিল করার আবেদন নিয়ে মামলা দায়ের হয়।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য মঙ্গলবার শহিদ মিনারের কাছে একসঙ্গে হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করছেন। ছবি: অদিতি সাহা

# শাহজাহানের ভাই সিরাজুদ্দিন পালাতে পারেন বিদেশে! জারি লুক আউট নোটিস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** একাধিকবার সমন পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলেছিল ইডি। সেই হাজিরা এড়ানোর পর এবার সন্দেশখালি মামলায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, শাহজাহানের ভাই সিরাজুদ্দিন দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে পারেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করে দেশের সমস্ত বিমানবন্দরকে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে সীমান্ত এলাকার প্রশাসনকেও।

সন্দেশখালি এবং ন্যাজাট থানায় মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে শেখ শাহজাহান ছাড়া নাম ছিল শিবু হাজরা এবং অন্যদের। দাদার কুকর্মের দোসর হওয়ায় গ্রেপ্তার এক ভাই আলমগীরও। শাহজাহানের অপর ভাই সিরাজুদ্দিনও এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তাই তাঁকেও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিরাজুদ্দিনের খোঁজ মেলেনি। ইডি সূত্রে খবর, সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই তাঁকে একাধিক বার তলব করা হয়েছিল। হাজিরা এড়িয়ে যান সিরাজুদ্দিন। ইডির আশঙ্কা, বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন বলে সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাই লুক আউট নোটিস জারি করা হল।

**একাধিকবার সমন পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলেছিল ইডি। সেই হাজিরা এড়ানোর পর এবার সন্দেশখালি মামলায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।**

শাহজাহানের আর এক ভাই আলমগীরকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। রবিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর 'শোন অ্যারেস্ট' করে ইডিও। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় শাহজাহানের দুই শাগরেদ শিবু হাজরা এবং দিদারবক্স মোল্লাকে। ইডি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, ওই তিন জনকেই হেফাজতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তদন্তকারীদের। তবে যে মামলায় সিবিআই বা রাজ্য পুলিশ এঁদের গ্রেপ্তার করেছিল, সেই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে নয়, ইডি শাহজাহানের ভাই এবং তাঁর দুই শাগরেদকে হেপাজতে চেয়েছিল রেশন দুর্নীতিকাণ্ড-সহ অন্য মামলায়।

# শিক্ষকদের চাকরি গেলেও ভোটের কাজে অসুবিধা হবে না মনে করছে নির্বাচন কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব হতে পারে বলে চর্চাও শুরু হয়েছে। তবে ভোটকর্মী হিসাবে নিযুক্ত শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হলেও ভোট পরিচালনায় কোনও অসুবিধা হবে না বলে নির্বাচন কমিশন মনে করছে। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী আজ জানিয়েছেন চাকরি যাওয়ার ফলে ওই শিক্ষকদের ভোটকর্মীর কাজ থেকে বাদ দেওয়া হলেও, ভোটে তার প্রভাব পড়বে না। হাতে রাখা অতিরিক্ত কর্মীরা সেই ঘাটতি মিটিয়ে দেবেন। কারণ, ভোটে সব সময় ২০-২৫ শতাংশ অতিরিক্ত ভোটকর্মী রাখা হয়। কোনও ভোটকর্মীর চাকরি চলে গেলে ওই দায়িত্বে অন্য কাউকে নিয়োগ করা হবে। তবে কমিশন এখনই এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

এদিকে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় মোট ৫৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসনে রয়েছেন। ওই পর্বে আগামী ৭ মে মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর আসনে ভোট নেওয়া হবে। অরিন্দম বাবু জানিয়েছেন ওই দফায় চার কেন্দ্রের মধ্যে মালদা দক্ষিণে সর্বাধিক ১৭ জন প্রার্থী রয়েছেন। এছাড়া মালদা উত্তরে ১৫ জন, জঙ্গিপুরে ১৪ জন মুর্শিদাবাদে ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। চতুর্থ দফার নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিলের পর্ব চলছে। এপর্যন্ত ওই পর্বের আটটি লোকসভা আসনের জন্য এপর্যন্ত ৩৮ টি মনোনয়ন জমা পড়েছে।

দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জের পর এবার মালদা দক্ষিণেও দুটো ইভিএম থাকবে। কারণ,মালদা দক্ষিণে প্রার্থী সংখ্যা সতেরো হয়েছে। একটি ইভিএমের মধ্যে ১৬জন প্রার্থীর নাম থাকে। যেহেতু সতেরো জন প্রার্থী হয়েছেন তাই দুটো ইভিএম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে।

# মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত যুবক!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** জনবহুল এলাকায় মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় 'আক্রান্ত প্রতিবাদী যুবক'! নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কারিগর পাড়ায় সোমবার রাতের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুদিন ধরেই কারিগর পাড়ায় রমরমিয়ে চলছে মাদক বিক্রির কারবার। ভয়ে কেউই প্রতিবাদ করার সাহস দেখায় না। তবে ভয় উপেক্ষা করেই পাড়ায় মাদক বিক্রির প্রতিবাদ জানায় স্থানীয় যুবক আবদুল কাদির। অভিযোগ, সোমবার রাতে রাস্তার মোড়ে প্রতিবাদী যুবক আবদুল কাদিরকে পাকড়াও করে বেধড়ক পেটায় মাদক বিক্রেতাদের দলবল। এমনকি পিস্তলের বাট দিয়ে কাদিরের মাথায় আঘাত করা হয়। বেদম মারেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন কাদির। আক্রান্ত কাদিরের অভিযোগ, এলাকায় মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় তাঁকে মারধর করা হয়েছে। তাঁর মোটর বাইক বড় ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়। সোনার চেন ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। মারধরের পাশাপাশি কাদিরের বাড়িতে ভাঙচুর চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। কাদিরকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন পড়শি শেখ কুতুবউদ্দিন। অভিযোগ, কুতুবউদ্দিনের বাঁ হাতের তালুতে ধারালো অস্ত্রের কোপ বসায় দুষ্কৃতীরা। মাদক বিক্রির প্রতিবাদের জেরে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় ক্ষুব্ধ কারিগর পাড়ার বাসিন্দারা। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা সোচ্চার হয়েছেন।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাদক বিক্রির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা। তাছাড়া এলাকার অবৈধ কারবারিদের তথ্য পুলিশকে আদান-প্রদান করায় কাদিরের ওপর অনেকের ক্ষোভও ছিল। হয়তো সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ খতমের স্লোগান দিচ্ছেন। অথচ তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নৈহাটিতে মাদক বিক্রির রমরমা কারবার চলছে। প্রতিবাদ করলে কপালে জুটছে দুষ্কৃতীদের মার। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ আর শাসকদলের নেতাদের মদতেই এখানে মাদক বিক্রির রমরমা। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ, এখানে মাদক বিক্রির অর্থে তৃণমূল ফান্ড তৈরি হয়। পুলিশ মাদক বিক্রেতাদের পাকড়াও করে এনডিপিএস কেস দেয় না। অথচ পুলিশ বিজেপি কর্মীদের এনডিপিএস কেস দেয়।'

# ১০ বছর ধরে তালাবন্দি মানসিক ভারসাম্যহীন দুই যুবক, সরকারি সাহায্যের আশায় পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** অমানবিক!

১০ বছর ধরে একটি ঘরে তালাবন্দি করে দুই ভাই। সেই ঘরে না আছে পাখা, না আছে লাইট। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে খাবার দেওয়া হয়। আর এভাবেই দিনের পর দিন কাটছে মানসিকভাবে অসুস্থ দুই ভাইয়ের। সবচেয়ে বড় কথা, এই ঘটনার সাক্ষী খোদ কলকাতা! নিউটাউন গৌরাঙ্গ নগরের ক্ষুদিরাম পল্লিতে এভাবেই বন্দিদশায় দিন কাটছে দুই ভাইয়ের।

পল্লির বাসিন্দা বৃদ্ধ দম্পতি নির্মল মণ্ডল ও নমিতা মণ্ডলের দুই ছেলে তারা। মা নমিতা মণ্ডলের দাবি, তাঁর দুই ছেলেরই মানসিক কিছু সমস্যা রয়েছে। গত ২০ বছর ধরেই সমস্যা। আশ্চর্যের ব্যাপার হল মানসিক সমস্যা সারাতে ছেলেদের উপযুক্ত চিকিৎসার বদলে দম্পতি তাঁদের বিয়েও দেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের বউ ছেড়ে চলে যায়। এদিকে দিনে দিনে সমস্যা বাড়তে থাকে।

দুই ভাইকে রাস্তায় ছেড়ে দিলে এলাকার লোকদের মারধর করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। এদিকে পরিবারের দাবি, চিকিৎসা করানো হলেও বিশেষ কোনও লাভ হয়নি। বরং তাঁরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অবশেষে উপায় না পেয়ে ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নমিতা দেবী জানান, লোকের বাড়ি কাজ করে কোনও রকমে দিন গুজরানের ব্যবস্থা করছেন।

এদিকে নির্মলবাবুর বয়স এতটাই বেশি যে ভারী কোনও কাজ করতে পারেন না। এখন ভরসা একমাত্র সকারি সাহায্য। তাহলে হয়তো বাকি জীবনটা একটু ভালোভাবে কাটতে পারে দুই ভাইয়ের।

## সম্পাদকীয়

# উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন পরিবেশকে সুস্থ রেখে জীবনের মানোন্নয়ন করা যাবে

দক্ষিণবঙ্গের ছোট্ট নদী কেলেঘাইয়ের বর্তমান অবস্থা এবং পরিবেশ ও মানুষের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা। একটি নদী শুধুমাত্র তার প্রবাহিত অঞ্চলে জলের জোগান দেয় না, ওই অঞ্চলের মানুষের জীবন, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাসের উপর ও গভীর প্রভাব ফেলে। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু নদীর অবস্থাও কেলেঘাইয়ের মতোই। তাৎক্ষণিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাবে নদীর চলার পথ আটকে দেওয়া, তীরবর্তী অঞ্চলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল সংগ্রহ করা; সবই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে ছন্দপতন ঘটায়। তবে হ্যাঁ, সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা গেলে নদীর উপর কর্তৃত্ব ফলানো যেতে পারে। যেমন ; দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা। সে এক বৃহৎ অঞ্চল, তাই সেটা সম্ভব হয়েছে। ছোট ছোট নদীর ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। তার জন্য চাই নদী-মানুষ-পরিবেশ বিষয়ক ভাবনা। কিন্তু এই ভাবনা ভাববে কে! কেলেঘাই নদীর ডান তীরের উপনদী বাগুই। কম দৈর্ঘ্যের কারণে বাগুই খাল নামে পরিচিত। এই নদীর গতিপথ ও বর্তমানে রুদ্ধ। গ্রীষ্মকালে ক্ষীণ প্রবাহ হলেও বর্ষাকালে দু'কূল ছাপিয়ে এর ভয়াবহ রূপ নজরে আসে। দাঁতন-২ ব্লকের খাকুড়দা প্রতি বছর ই বন্যা-কবলিত হয় বাগুই নদীর কারণে। শোনা যায়, এক সময় এই বাগুই নদীতে চলত নৌকা। জলপথের মাধ্যমে চলত ব্যবসা-বাণিজ্য। এখন সে সব অতীত। বেশির ভাগ মানুষ যদি তাঁদের তাৎক্ষণিক লোভের স্বার্থে নদীর উপর বছরের পর বছর ধরে আঘাত হানতে থাকে, তার ফল মারাত্মক হতে পারে। শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষের ভাবনা বার বার হার মানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অধিক সংখ্যক মানুষের ভুল ভাবনার কাছে। জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, পরিবেশ বিভাগ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিভাগ যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে না ভাবে, তা হলে কয়েক জন মানুষের পক্ষে একটা নদীর গুরুত্ব জনসমাজের কাছে তুলে ধরা খুবই কঠিন। উন্নয়ন মানে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি নয়। উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন পরিবেশকে সুস্থ রেখে জীবনের মানোন্নয়ন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে পরিবেশ বিষয়ক আইন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা খুব প্রয়োজন।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

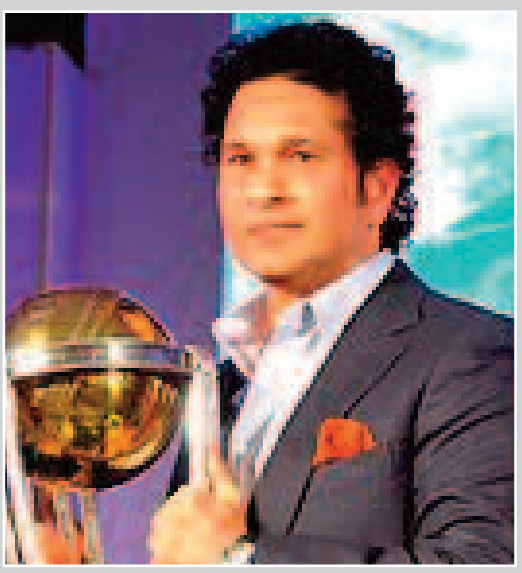

*সচিন তেন্ডুলকর*

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অরুণ নেহরুর জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের জন্মদিন।*

# মানুষের স্বরচিত পরিবেশই এখন আত্মঘাতী ফ্রাঙ্কেস্টাইন !

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

এই সভ্যতার উন্মেষ-বিকাশ ও বিস্তারে মানুষের একাধিপত্য অনস্বীকার্য। তার অপরাজেয় প্রাণশক্তি ও দুর্জয় প্রকৃতি আবিশ্ব জয় করার আগ্রাসী ক্ষুধা তাকে যেমন অবিরত সক্রিয় করে রেখেছে, তেমনই সভ্যতাগর্বী আধুনিকতার মোড়কে সবুজ পৃথিবী ক্রমশ হলুদ হয়ে উঠেছে। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অপ্রাকৃতিক বিস্ময় কোনও কিছুই তাকে বিরত করতে পারেনি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তার শক্তিকে প্রতিহত করে আধুনিক সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তোলা মানুষই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। তার আগ্রাসী ক্ষুধায় প্রকৃতির অসহায় পরিণতি দেখে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলেছে। আর সেখানেই দূষণ দৈত্যের প্রবল প্রতাপে দিশেহারা জনজীবন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের করুণ পরিণতিতে মানুষের স্বরচিত পরিবেশই আত্মঘাতী ফ্রাঙ্কেস্টাইন। কৃত্রিমতার আড়ম্বরে ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট থেকে ইট-কাঠ-পাথরের রাজপ্রাসাদ, রঙিন আলোর হাতছানিতে ভোগসর্বস্ব আধুনিকতা যে কত ঠুনকো, কত পলকা, কত অস্থিতিশীল, তা বছর দুয়েকের করোনা মহামারির গৃহবন্দি জীবনেই প্রতীয়মান। হাতের মুঠোয় পৃথিবীকে ধরতে গিয়ে হাতটাই কখন বেহাত হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি আমরা। রিয়্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড যত বড় হয়েছে, তত স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে মিলিয়ে গিয়েছে,ততই সবুজ পৃথিবীর হাতছানি মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। মানুষের স্বরচিত পরিবেশের কৃত্রিম আয়োজন যতই মনোরম আর মনোমুগ্ধকর হোক না কেন,তাতে প্রকৃতির সবুজ সজীবতা মেলে না। প্লাস্টিকের ফুলের বাহারি আয়োজনে চোখ ধাঁধায়, অথচ তাতে মন ভরে না। নকল ফুলে তো আর প্রজাপতির হাতছানি মেলে না। আধুনিক সভ্যতার রংবাহারি আয়োজনে প্রকৃতি সঙ্গে যত দূরত্ব বেড়েছে,তত মানুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে,ততই নেমে এসেছে সব পেয়েও না থাকার হাহাকার, সব থেকেও না পাওয়ার আর্তি। নকলের দেখনদারিতে আসলের অভাববোধ আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অভিজাত হোটেলে গিয়ে মায়ের হাতের রান্না মনে পড়ে, বিলাসবহুল অট্টালিকায় গিয়েও নিজের ঘরের অগোছালো বিছানার কথা জেগে ওঠে। সেখানে মানুষের স্বরচিত কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির নির্মল হাতছানির অভাববোধ আরও তীব্র থেকে তীব্রতর মনে হয়।

আধুনিক জীবনের মানোন্নয়নে আরও স্বাচ্ছন্দ্য, আরও স্বাস্থ্যকর, আরও আরামদায়ক, আরও মনোরম চাহিদা যত গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে,ততই আকাঁড়া বন্য প্রকৃতিকে প্রতিযোগী মনে হয়েছে। সেখানে প্রকৃতিকে শায়েস্তা করতে গিয়ে তার উপরে নেমে এসেছে স্বেচ্ছাচারী দৈত্যের তাণ্ডব। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে নিজের ইচ্ছে মতো প্রকৃতিকে ধ্বংস করে অত্যাধুনিক কৃত্রিম পরিবেশ রচনার তৎপরতায় নাগরিক জীবনের বিকৃত ক্ষুধা আমাদের পেয়ে বসেছে। তাতে অচিরেই সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ হাতের নাগালের বাইরে দুর্লভ হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির রূপসুধাই বিষাক্ত পরিবেশে মহার্ঘে পরিণত হয়েছে। জলের দরের মতো বলে কোনোকিছুর মূল্য হ্রাস করার অবকাশ আর নেই। সুলভ পানীয় জলই এখন কোল্ডড্রিঙ্কের মতো বিক্রি হয়। শুধু তাই নয়, পানীয় জলের অভাব এখন মরুভূমির আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। নির্বাচনেও সেই পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আবার সুপেয় জলেই রয়েছে বিষাক্ত আর্সেনিকের আতঙ্ক। খাদ্যই সময় পেরিয়ে গেলে অখাদ্য হয়ে ওঠে,অপব্যবহারেও খাদ্য বিষে পরিণত হয়। প্রকৃতির জলই আজ 'অবাক জল পান' হয়ে উঠেছে। তৃষ্ণার্ত চাতকের প্রতীক্ষার মতো পানীয় জলের চাহিদায় আজ জল সংকটের ভয়াবহ ছবি উঠে আসছে। সুজলা সুফলা বাংলাতেই আজ সমুদ্রের নোনা জলে পানীয় জলের অভাবকে প্রকট করে তুলেছে । মাটির উর্বরতা শক্তিও মানুষের অতিরিক্ত চাহিদায় নিঃস্বপ্রায়। সূর্যালোকেও অতি বেগুনি রশ্মির তীব্র আক্রমণ। বাতাসও হয়ে উঠেছে শ্বাসপ্রশ্বাসের অন্তরায়। বিনে পয়সার অক্সিজেন কত মহার্ঘ হতে পারে,তা করোনাকালেই সুবোধ্য মনে হয়েছে। আর ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গলে পূর্ণ শহরের গগনচুম্বী বিস্তারে আকাশটাও আর পুরো দেখা যায় না। এখন আকাশ দেখার জন্যই বাড়ির ছাঁদের উপরে উঠতে হয়। পুকুর চুরির মতো আকাশটা যেন চুরি হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি উজাড় করা মাটি, জল, আলো, বাতাস, আকাশ সবকিছুই আজ হাতের নাগালের বাইরে। অথচ সেসবই আজ পণ্যায়িত বিশ্বে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতেই আজ সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হয়। মানুষের স্বরচিত পৃথিবীতেই মানুষের সুলভ নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশের তীব্র আকাল। সেক্ষেত্রে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অভাবের চেয়েও আধুনিক পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশের ভয়ঙ্কর আকাল মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতিতে ধ্বংস করে বা দূষিত করে তার সংকট যত ঘনিয়ে উঠেছে, তত তার চাহিদা বেড়ে মূল্য গিয়েছে বেড়ে, ততই জনমানসে তার অতৃপ্তিবোধ অস্বস্তি বয়ে এনেছে নিরন্তর।

উন্নয়নের গতিতে যে মানুষের দুর্গতি আরও বেড়েই চলেছে, তা তার প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবেই প্রতীয়মান। টবের গাছের সৌন্দর্যে চোখ জুড়ায়, মন ভরে না। তাতে গাছটির শ্রীবৃদ্ধির অভাব মাটিসংলগ্ন মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে না। কেননা মাটির সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। কৃত্রিম উপায়ে এই সংযোগের অভাব অত্যন্ত প্রকট। অথচ জন্মভূমির রূপ থেকে স্বদেশের স্বরূপ সবেতেই সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপসুধা জেগে ওঠে। আমার দেশ মানেই প্রকৃতির অপরূপ দেশ। সেখানে সকল দেশের সেরার গৌরবের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা থেকে জীবনানন্দের রূপসী বাংলা জেগে ওঠে। আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতার গ্রাসে প্রকৃতির রূপসুধাই হারিয়ে যায়নি, তার অভাবই বিপণনের রসদ হয়ে উঠেছে। একদিকে তার নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চলেছে, অন্যদিকে কৃত্রিম উপায়ে তাকে গড়ে তোলার আয়োজনও সমান সক্রিয়। জলাশয়ে ভরাট করে বা খোলামেলা বসতবাড়ি ভেঙে বহুতল গড়ে তুলে ক্রেতাদের আকর্ষণে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনোরম করে তোলা হয়। শুধু তাই নয়, হারিয়ে যাওয়া পল্লিবাংলাকেই শাহরিক প্রদর্শনীতে সাজানো চিত্রনাট্যে তুলে ধরার আয়োজনেই আমাদের সংকট আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাদের সব-পেয়েছির স্বপ্ন ভেঙে যায়। পণ্যায়িত বিশ্ব আমাদের ক্ষুধা যত বাড়িয়েছে, তত তার বিপণন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, ততই সবুজ প্রকৃতির 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র আন্তরিক হাতছানি বহুদূরে সরে যাচ্ছে। সেখানে যেন মননে সকলে উদ্বাস্তু জীবনে ছিন্নমূল শরণার্থী। পণ্যায়িত বিশ্ব মায়ের চাহিদা পূরণে সদা ব্যস্ত, আরও আরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগের আয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের আবিষ্কারের নিবিড় প্রতিযোগিতা। অথচ সব পেয়েও না পাওয়ার অতৃপ্তি জেগে থাকে অবিরত। মায়ের বদলে সারোগেট মা পাওয়া গেলেও তাতে সম্পর্ক জুড়ে না। মানুষের গড়ে তোলা কৃত্রিম পরিবেশ সেই সারোগেট মাদার। তাতে মা মেলে, মাতৃত্ব তার অধরা মাধুরী।

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,*
*সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

# মানুষের দামি পুঁজি জ্ঞানের জন্য কাঁচামাল হল বই

**সন্দীপন বিশ্বাস**

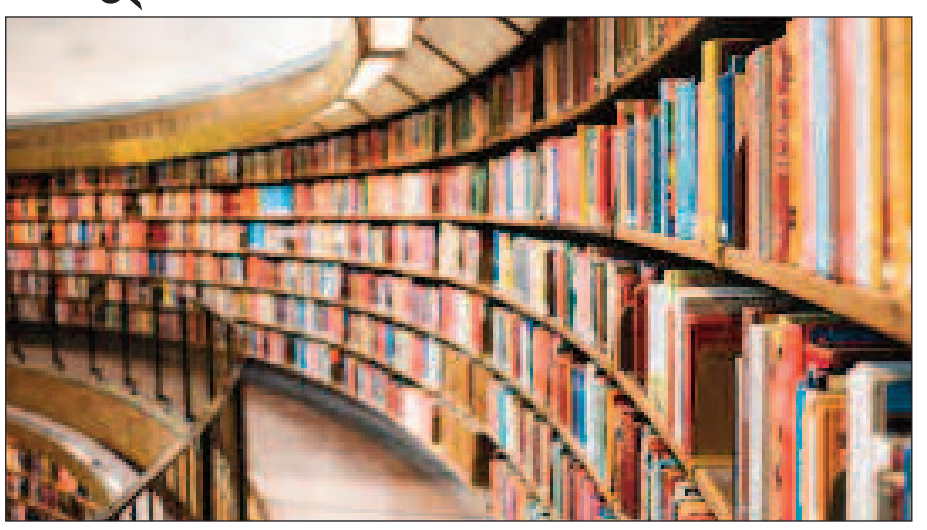

বইয়ের ভাবনা আজকের নয় বরং আদিম সংস্কৃতি তথা লোকায়ত ঐতিহ্য প্রসূত। আদিমকালে মানুষ গুহাচিত্র অঙ্কন করে মনের ভাব প্রকাশ করত। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ যখন লিপি আবিষ্কার করে,তখন সেই লিপিতেই তারা তাদের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। যেদিন থেকে লিপি আবিষ্কার হয়,সেদিনই বই প্রকাশের সম্ভাবনা মানুষের মনে প্রবল হয়ে ওঠে। নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করে বই প্রকাশে সক্ষম হয় জ্ঞানপিপাসী মানুষ। অসংখ্য মানুষের শ্রম ও মেধা যুক্ত হয়ে আছে বই আবিষ্কারের পেছনে।

কার্যতই আমাদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অতীত যুগের মানুষের কাছে ঋণী।পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বর্ণমালাভিত্তিক লিপিটি হল 'ফিনিশীয় লিপি'। এই ফিনিশীয় লিপি ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ফিনিশীয় জাতি প্রথম আবিষ্কার করেন। তাদের লিপিতে বাইশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল। গ্রিক ও ইহুদিরা ফিনিশীয়দের কাছ থেকে বর্ণমালার ধারণা লাভ করে।গ্রিক বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা চব্বিশটি। তারা ব্যঞ্জনবর্ণের পাশাপাশি স্বরবর্ণেরও প্রচলন করেছিলেন। পরে গ্রিকদের কাছ থেকে রোমানরা লিপির ধারণা পায়। রোমান বর্ণমালা থেকে পরে প্রায় সব ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা তৈরি হয়। তাই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মীলিপির পেছনেও ফিনিশীয় লিপির প্রভাব আছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে প্রাচীন ভারতীয় সম্ভবত নিজেই লিপি আবিষ্কার করে থাকতে পারেন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর লিপির মর্মোদ্ধার করতে পারলে ভারতীয় লিপির রহস্য আবিষ্কার করা সম্ভবপর হতে পারে। লিপি আবিষ্কারের পর মানুষের জ্ঞানচর্চার পথ সুগম হয়। লিপি আবিষ্কারের পরে আরেকটি আবিষ্কার প্রয়োজন ছিল বইয়ের জন্য, সেটি হলো কাগজ। প্রাচীন যুগে কাঠ, গাছের বাকল ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও সংরক্ষণের জন্য খুবই কষ্টকর। কাগজ আবিষ্কার হওয়ার পরই বইয়ের জগতে আসে আমূল পরিবর্তন। ইতিহাস সাক্ষী চীনাদের হান জাতির গত্রোভুক্ত 'চাই লুন' নামক ব্যক্তি প্রথম আধুনিক কাগজ উৎপাদন করেন। চাই লুন দুইশো খ্রিস্টাব্দে কাগজ আবিষ্কার করলেও চীনে খ্রিস্টপূর্ব দুইশো অব্দ থেকেই কাগজের প্রাচীন রূপ বিদ্যমান ছিল বলে মনে করা হয়। লিপি এবং কাগজ আবিষ্কারের ফলে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। আজ আমরা বই বলতে যা বুঝি তা আসলে লিপি ও কাগজেরই অসাধারণ সমন্বয়।

আমরা যদি বিশ্বের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখব সেদিনের গ্রন্থাগারগুলোতে বই ছিল না, বইয়ের পরিবর্তে সেদিন ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ামাটির চাকতি, হাড় ও চর্মের উপকরণ। মাটির চাকতির সংগ্রহশালাই ছিল পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থগারের উদাহরণ। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া মাইনরকেন্দ্রিক অ্যাসিরিয়ান সভ্যতার অন্যতম রাজা আসুরবানিপাল একাধারে যোদ্ধা, শাসক, বইপ্রেমী ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। আসুরবানিপালের সুবিশাল লাইব্রেরিটি ৩০ হাজার চাকতি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। এগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল পনের ইঞ্চি, প্রস্থে বার ইঞ্চি এবং পুরু ছিল এক থেকে দেড় ইঞ্চি।

বই নানাভাবে মানুষের জ্ঞানের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। এক একটি বই জ্ঞানের এক একটি রাজ্য। পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের বই আছে। যেমন— ধর্মীয় বই, সাহিত্যবিষয়ক বই, ইতিহাস, আইন ও রাজনীতি সংক্রান্ত বই, শিক্ষা ও চিকিৎসাবিষয়ক বই ইত্যাদি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি বই আছে, যেগুলি মানুষের চামড়ায় বাঁধানো। এসব বইয়ের মধ্যে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা ও আগামী স্বপ্ন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। মানুষ ইচ্ছে করলেই প্রয়োজনীয় জ্ঞানের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন বই থেকে মিটিয়ে নিতে পারে। বই হল এমন এক রত্নভান্ডার, যেখানে থেকে যত ইচ্ছে জ্ঞান রূপ বই সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু কখনই সে অমূল্য রত্নভাণ্ডার শেষ হওয়ার নয়। বই চিরনতুন, চির সম্ভাবনাময় সত্তা। ধুলো জমে হয়তো বইয়ের বাহ্যিক অংশ জীর্ণশীর্ণ হয়, কিন্তু বইয়ের প্রাণ কখনও মলিন হয় না, মৃত্যুবরণ করে না। এ কারণেই বই অমর, শাশ্বত রূপ নিয়ে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল মারা যান স্পেনের বিখ্যাত লেখক মিগেল দে থের্ভান্তেস। লেখক ভিসেন্ত ক্লাভেল আন্দ্রেস ছিলেন তার ভাবশিষ্য। নিজের প্রিয় লেখককে স্মরণীয় করে রাখতেই ১৯২৩ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে আন্দ্রেস স্পেনে দিবসটি পালন করা শুরু করেন। এরপর দাবি ওঠে প্রতিবছরই দিবসটি পালন করার। আর সে দাবিকেই স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো এবং পালন করতে শুরু করে। ১৯৯৫ সালের ২৩শে এপ্রিল ইউনেস্কো প্রথমবার বই দিবস উপযাপন করে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর ২৩শে এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হল, বই পড়া, বই ছাপানো, বইয়ের কপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো।

সময় বদলালে মানুষের চাহিদাও বদলায়। এখন বই পড়ার ঝোঁক কমছে বলে অনুযোগ শোনা যায় হামেশাই।সাধারণ মানুষের এই 'বই বিমুখতা'র কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তার নানা দিক আমাদের সামনে ধরা দেয়। অনেকে মনে করেন,মানুষের জীবনে প্রযুক্তি নির্ভরতা বেড়ে যাওয়াই এর অন্যতম প্রধান কারণ। কাগজের বই সম্পর্কে যে অমূলক আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আকৃতি অনুসারে বইয়ের পরিবর্তন যুগে যুগে,কালে কালে বহুবার হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে আরো বেশি হবে। নতুন দিনের সঙ্গে নতুনভাবে মানিয়ে নেবে নতুন দিনের মানুষ।

বই পড়ে যে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, তা অন্য কিছুতে অসম্ভব। এমনকী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন মান্দালয়ের জেলে বন্দি ছিলেন, তখন বই কী ভাবে তাঁকে নিঃসঙ্গতা কাটাতে সাহায্য করেছিল, তা তিনি 'তরুণের স্বপ্ন' বইয়ে খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। বই আমাদের নিঃস্বার্থ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বই সম্পর্কে প্রাচীন রোমের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং বাগ্মী মার্কাস টুলিয়াস সিসারো যথার্থই মন্তব্য করেছেন-"A room without books is like a body without a soul."

বই সংরক্ষণের বিশেষ সুবিধার জন্য হয়তো আমরা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করছি বটে, কিন্তু আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্যা কখনোই মুদ্রিত বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। কাগুজে বই ব্যবহার সহজ ও আনন্দদায়ক। আধুনিক পৃথিবীতে হাতেগোনা কিছু মানুষ বাদে বাকি সবাই কাগুজে মুদ্রিত বইয়ের ওপরেই সর্বাধিক আস্থাবান। উল্টোদিকে মুষ্টিমেয় কিছু আধুনিক প্রজন্মের নেটিজেনদের যুক্তি হল বই তো পড়ার জন্যই; সে যে ফর্মেই হোক না কেন! বই থেকে আমরা যা চাই ও পাই তা যদি অন্য মাধ্যম যেমন-ইবুক, অডিও বুক, পিডিএফ ফরম্যাটে ইন্টারনেট থেকে আরো সহজেই পেতে পারি তবে আমাদের সে পথেই যাওয়া উচিত। প্রযুক্তি যেহেতু জটিল চিন্তার ফসল, তাই জটিল প্রযুক্তি শীঘ্রই সহজ সাধারণ বইয়ের জায়গা দখল করতে সক্ষম হবে না। আমাদের হাতের কাছে প্রিয় বইটা থাকলে বা বাড়ির বুক শেল্ফে হাত বোলালে মনে হয় যে এ হাত স্বর্গের ছোঁয়া পেয়েছে।

বই হলো মনের খাদ্য। একটি ভালো বই একটি অসুস্থ মস্তিস্ককে পরিপূর্ণ সুস্থ করতে পারে অনায়াসেই। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কের উর্ধ্বে বইয়ের সাথে সম্পর্ক। একাকিত্বের এই জীবনে সবাই চলে গেলেও একটি বই নিজেকে পথ দেখায় যেমন করে একজন সুস্থ চোখের মানুষ একজন অন্ধ মানুষকে পথ দেখায়। কখনো স্থির হয়ে যাওয়া জীবনের ইঞ্জিন স্বরূপ কাজ করে একটি ভালো বই। ঘুণে ধরা চিন্তাভাবনায় কীটনাশক হিসাবে কাজ করে একটি বই। সুস্থ ধ্যানধারণার জন্ম হয়। একটি ভাল বই পড়ার মাধ্যমে। বই বাহ্যিকভাবে মৃত আত্মায় প্রাণের সঞ্চার করে। বইয়ের জগতে ঘুরতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত হতে হয় না। সর্বদা প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করা যায় বইয়ের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। বইয়ের পাতার কালো বর্ণে ফুটে উঠে মুখ ফুটে উঠে দুঃখ। একজন লেখক তার বইয়ের পাতায় বিক্রি করে হাসি-কান্না, আবেগ, অনুভূতি আর জ্ঞান নামক অদৃশ্য সত্তাকে। একটি গল্পের বই প্রথম দিকে যেমন হাসায় শেষে চোখের জল বয়ে আনে। আলো যেমন জাগতিক নিয়মে অন্ধকার দূর করে সব কিছু মূর্ত করে তুলে তেমনি বই মানুষের মনের ভেতরে জ্ঞানের আলো এনে যাবতীয় অন্ধকারকে দূর করে চেতনার আলোতে সবকিছুকে উদ্ভাসিত করে দেখায়। আলো শুধু ভৌগোলিক ভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে অন্যদিকে বই অতীত থেকে ভবিষ্যৎ নিকট থেকে দূরে প্রান্ত থেকে অন্তে এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে জ্ঞানের আলোকে পৌঁছে দিতে পারে তাই দেশ কালের সীমানা অতিক্রম করে জ্ঞানের আলোকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে একমাত্র বই। মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল আত্মশিখন। আর বই সেই আত্মশিখনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। বিনোদন থেকে শিক্ষা, অবসর যাপন থেকে নিঃসঙ্গতা দূর — সবেতেই বই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হতে পারে। বইকে প্রকৃত বন্ধু মনে করে জীবন চালানোটা সহজ। জীবনকে সহজ করার জন্য হলেও বই সবার বন্ধু হয়ে উঠে। জীবন গড়তে হলে বই নামক বন্ধুর পাশাপাশি একটি শান্ত বিবেকও প্রয়োজন যা বই পড়ার মাধ্যমে আপনি অর্জন করতে পারবেন। বই আপনাকে শেখাবে নিজের রাগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে নিজেকে শান্ত ও নির্মল রূপে পরিণত করা যায়।

টনি মরিসন শুধু বই পড়তেই বলেন নি লিখতেও বলেছেন। তিনি বলেছেন বই পড়তে পড়তে আপনি যখন উপলব্ধি করবেন যে, এমন একটি বই জাতি তথা পুরো বিশ্বের মানুষকে পড়া উচিৎ কিন্তু এখনও তা অপ্রকাশিত তাহলে সেই বইয়ের লেখক আপনাকেই হতে হবে।

কাউকে বই উপহার দেওয়ার মানে তাঁর উপকার করা হচ্ছে। কিছু না বলেই শুধু বিনম্র ধন্যবাদ জানাতে হলে বইয়ের চেয়ে সেরা উপহার আর হয় না। বিশ্বের সর্বাধিক মূল্যবান বই দ্য ভিঞ্চির 'কোডেক্স লিসেস্টার'। বইটি ৩.০৮ কোটি মার্কিন ডলারে কেনেন বিল গেটস। তাই যথার্থই বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি-'বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।' তাই বই কেনা একটা মানসিক রোগ হওয়া উচিত, যেন ভারসাম্যহীন হয়ে শুধু বই কেনা যায়। বই কেনা হয়ে উঠুক শখের বিষয়। পড়া-না পড়া পরের বিষয়, শুধু যেন বই কেনা হয়। বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এটি হচ্ছে পাঠকের ভুল ধারণা। বই লেখা জিনিসটা একটা শখমাত্র হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বই কেনাটা শখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়। অতীত কেউ ভুলতে পারেনা আবার অতীতের সব মনেও থাকে না তাই বই পড়ার মাধ্যমে অতীতকে বর্তমানে রাখা যায়। অতীতের সাথে বর্তমানের সামঞ্জস্য রাখার উপায় হচ্ছে বই পড়া। বই পড়ার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এই তিনটি রূপকে একই মেলবন্ধনে রাখা যায়। তাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে বইয়ের আবেদন কখনোই মানুষের অন্তর থেকে মুছে যাবে না। একেকটি বই একেকভাবে একেকটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়। যার যেমন তৃষ্ণা ও বুদ্ধি,বই থেকে সে তাই খুঁজে পায়। সবশেষে আমি বর্তমান নবীন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে কথাসাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের সেই অমরবাণী উচ্চারণ করতে চাই—'জীবনে তিনটি জিনিস মানুষের জীবনে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, বই, বই এবং বই'। বই হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী। উন্নত জাতি ও সুন্দর পৃথিবী গঠন করতে হলে বই পড়ার বিকল্প কিছু নেই।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# একসঙ্গে স্কুলের ৩৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল

## অথৈ জলে ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর হাইস্কুল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা:** শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে একটি স্কুলের মোট ৩৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি একসঙ্গে বাতিল হল। একসঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেকের নীচে নেমে আসায় কীভাবে স্কুল চলবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ঘটনাটি ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর হাইস্কুলের। এই ঘটনা এলাকায় ছড়াতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অভিভাবক মহলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সোহরাব আলি বলেন, একসঙ্গে এতজন শিক্ষকের চাকরি চলে গেলে স্কুল চালাতে সমস্যায় হবে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দশ হাজারের অধিক ছাত্র ছাত্রী রয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাতে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা ও গ্রুপ ডি কর্মচারীর চাকরি বাতিলের রায় দেওয়া হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর কোনও তথ্য প্রমাণ দেখাতে না পারায় কার্যত ২০১৬ সালের প্যানেলটিই বাতিল করা হয়েছে। আর এই প্যানেলেই ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর হাইস্কুলে চাকরি করছিলেন ৩৬ জন শিক্ষক। এরমধ্যে ২০ জন শিক্ষক এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। বাকি ১৬ জন শিক্ষক মিউচুয়াল ট্রান্সফার নিয়ে এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন।

হাইকোর্টের নির্দেশে ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর হাইস্কুলের ৩৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরি হারিয়েছেন। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৬০ জন। সাতজন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছে। সোমবার ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন ২৫ হাজার সাতশোর বেশি।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরাক্কার অর্জুনপুর হাইস্কুলের মোট শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৬০ জন। পাশাপাশি পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন ৭ জন। পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় দশ হাজারেরও বেশি। এদিকে ২০১৬ সালের প্যানেলের তালিকাভুক্ত ছিলেন ৩৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। ফলে তারা সকলেই বাতিলের তালিকায়। ৩৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকুরি খোয়ালে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪ জনে নেমে আসবে। দশ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের মোট ২৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা দিয়ে কিভাবে স্কুল চালানো সম্ভব। প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবকরা চিন্তায় পড়েছেন।

## লোডশেডিং বন্ধ করার দাবি তুলে খানাকুল বিধায়কের অবস্থান বিক্ষোভ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** প্রচণ্ড গরমে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের অভিযোগে খানাকুলের বৈদ্যুতিক দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তিনি অভিযোগ করছেন এই সমস্যা শুধু একদিনের নয়, নিত্যদিনই সমস্যায় পড়েন খানাকুলের একাধিক গ্রামের মানুষ। কোনওদিন ৪ ঘণ্টা আবার কোনওদিন ৫ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। এতে হয়রানিতে পড়তে হয় সাধারণকে। তীব্র দাবদাহে সামান্য বিশ্রামটুকুও নিতে পারে না বাচ্চা থেকে বয়স্করা। বিধায়ক বলছেন বারবার পরিষেবা ঠিক করার কথা বলেও কোনও লাভ হয়নি। অথচ দিনের পর দিন ইলেকট্রিক বিল বেড়েই চলেছে। একদিন যদি বিল দিতে দেরি হয় তার জন্য ফাইন নেয় ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি। তাহলে সাধারণ মানুষকে হয়রানিতে ফেলার জন্য কে ফাইন দেবে? যতদিন না খানাকুলবাসীর এই সমস্যার কোনও সমাধান হবে ততদিন তারা লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন। আর তারই একটা ছোটো ট্রেলার ছিল এদিনের বিক্ষোভ। দরকার পড়লে আরও বৃহত্তর আন্দোলন যাবে তারা এমনটাই জানাচ্ছেন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তবে এই বিষয়ে স্টেশন ম্যানেজার প্রশান্ত বসাক বলছেন আমরা অভিযোগের কথা শুনেছি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানিয়েছি, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি খানাকুলবাসী এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। খানাকুলের পিলখাঁ এলাকার একজন বাসিন্দা জানায়, বিগত দিনে এত লোডশেডিং ছিল না। গরম পরার পর থেকেই লোডশেডিং বেড়েছে। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা। অবিলম্বে ঘন ঘন লোডশেডিং বন্ধ করা প্রয়োজন। সবমিলিয়ে এখন দেখার এদিনের অবস্থান বিক্ষোভের পর ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটির টনক নড়ে কিনা।

## গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ৮ শিশু-সহ জখম ১২ জন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ভগবানগোলা:** অনুষ্ঠান বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আট শিশু সহ জখম হয়েছে মোট ১২ জন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ভগবানগোলা থানার হাবাসপুর খাসমহল এলাকায়। আটজন শিশু প্রায় ঝলসে গিয়েছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে। জখমদের সোমবার রাতেই স্থানীয় হাসপাতাল থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তিনজন শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। সোমবার রাতেই আহতদের খোঁজ নিতে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হাসপাতালে এসেছিলেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হাসপাতালে এসে রোগীদের সঙ্গে দেখা করেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান। এসেছিলেন ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী রিয়াদ হোসেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবাসপুরে একটি বাড়িতে ইসলামিক প্রথা মেনে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। রাতে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের খাওয়ার জন্য রান্নার কাজ চলছিল। শিশুরা সেখানেই খেলা করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গ্যাসে রান্না হচ্ছিল। সেই সময় একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট আওয়াজ করে ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে যায়। তাতেই ঝলসে যায় আটজন শিশু। জখম হয়েছেন দুই মহিলা ও দু'জন পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কানাপুকুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হয়। চিকিৎসক সকলকেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। জখম শিশুর মা মেরিনা বিবি বলেন, আমরা বাড়ির অন্যদিকে ছিলাম। আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দেখি আগুনে ঝলসে শিশুরা কাতরাচ্ছে। বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, আমি রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য। দলের নির্দেশে হাসপাতালে এসে রোগীদের সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছিলাম।

## সোনামুখীতে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে আহত দু'পক্ষের ১২



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবডাঙা গ্রামে সোমবার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গ্রামের দেওয়ালে সাদা চুনের প্রলেপ দেন বলে অভিযোগ। যে কারণেই গতরাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর চড়াও হন এবং লাঠিসোটা ও টাঙি নিয়ে তাঁদের বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আহত হন তিন মহিলা সহ সাতজন বিজেপি নেতাকর্মী। রাতে আহত বিজেপি কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হয় সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। একজন বিজেপি নেতার আঘাত গুরুতর হওয়াতে তাঁকে রেফার করা হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে।

যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীদের মারধর করেছে লাঠিসোটা নিয়ে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫ তৃণমূল কর্মী। এলাকায় বিজেপির পায়ের তলার মাটি হারিয়ে গিয়েছে তাই নির্বাচনের আগে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বিজেপি এবং বিজেপি নিজেদের দলীয় কোন্দলে আহত হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর এটা একটা কৌশল, তিনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন তাঁর পায়ের তলার মাটি নেই জমি হারিয়ে ফেলেছেন, তখন সেই সব জায়গায় একটা লড়াই লাগিয়ে গণ্ডগোল করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। সুকৌশলে দিনেদুপুরে দাঙ্গা লাগিয়ে নিজেকে লাইম লাইটে আনার জন্য চেষ্টা করছেন মানুষের নজর কারবার চেষ্টা করছেন। সমগ্র ঘটনা নিয়ে দু'পক্ষই দ্বারস্থ হয়েছে সোনামুখী থানার।

## পুরনো বিবাদে দুই লরিচালকের বচসা-হাতাহাতির অভিযোগ, হাসপাতালে মৃত্যু একজনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা:** পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা থেকে মাধাইপুর যাওয়ার রাস্তায় দুই লরিচালকের মধ্যে পুরনো বিবাদ নিয়ে শুরু হয় বচসা বলে অভিযোগ। সূত্র মারফত জানা যায়, নদিয়ার হরিণঘাটা এলাকার ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহিরুদ্দিন মণ্ডল (৩৮) পেশায় লরিচালক। একই মালিকের দু'টি লরি চালাতেন মহিরুদ্দিন ও আরও এক চালক। যাঁর নাম জানতে পারা যায়নি। দুই চালকের মধ্যে পুরনো বিবাদ ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

অভিযোগ, সোমবার রাত ১১টা নাগাদ দুই চালকের মধ্যে পুরনো বিবাদ নিয়ে হয় বচসা। বচসার জেরে এক লরিচালক আরেক লরি চালকের পেটে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আঘাত করলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসক লরিচালক মহিরুদ্দিন মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনা ঘটিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত অপর চালক। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অভিযুক্তের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ।

## গরমে পথচলতি মানুষের স্বস্তিতে শরবত বিতরণ তৃণমূলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা:** গ্রীষ্মের শুরুতেই সূর্যে প্রচণ্ড রোষের পড়ে প্রখর তাপে পুড়ছে রাজ্য। অন্যান্য জেলার মতো পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও চলছে দাবদাহ। কয়েক দিনেই তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪৫ ডিগ্রির বেশি। এই গরমে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরতে নিষেধ করছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে বাইরে বেরতে হচ্ছে, সান স্ট্রোক, হিট স্ট্রোকের বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। তাই বাইরে বের হওয়া পথচলতি মানুষজনকে সাময়িক স্বস্তি দিতে গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হচ্ছে শরবত সহ ঠান্ডা পানীয়।



পানশিউলি স্কুল মোড়ের সামনে মঙ্গলবার পথচলতি মানুষজনকে ঠান্ডা পানীয় ও শরবত খাওয়ানো হয়। সেই সঙ্গে ছিল ছোলা ও নকুলদানা। দলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, সপ্তাহে দু'দিন প্রতি মঙ্গল ও শনিবার দলের পক্ষ থেকে ঠান্ডা পানীয় ও শরবত বিতরণ করা হচ্ছে। কারণ এই দু'দিন এলাকায় হাট বসে। ফলে মঙ্গল ও শনিবার অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। তাঁদের তৃষ্ণা মেটাতে ও সাময়িক স্বস্তি দিতেই এই ব্যবস্থা বলে জানান গৌতমবাবু।

## সাঁকরাইলে আবগারি হানা, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন গুড়িগট, বেনাগেড়িয়া সহ একাধিক এলাকায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ওই গ্রামগুলিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেকগুলিতে বুধবার সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে ১১০ লিটার চোলাই মদ ও ৩৮০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম আবগারি দপ্তরের আইসি সন্দীপ দে, সাঁকরাইল থানার ওসি ধীরাজ মাহাতো সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

## সোনার গয়না উদ্ধার, আটক ১

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** নদিয়ার গেদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের আবারও বড় সড় সাফল্য। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার গেদে হালদারপাড়া থেকে দুপুর বেলায় বিএসএফ টহল দিচ্ছিল। টহল দেওয়ার সময় তিন মোটরসাইকেল আরোহীকে দেখতে পায় বিএসএফের জওয়ানরা। দেখা মাত্রই তাদের তারা করলে তারা মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায়। এরপর বিএসএফ তল্লাশি চালালে সোনার ওপরে পাথর বসানো কিছু গয়না ও কিছু নগদ টাকা তিনটি মোটরসাইকেল সহ এক মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। গেদে সীমান্তের বিএসএফ ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের হাতে উদ্ধার হওয়া সমস্ত গয়না ও নগদ টাকা বার্নপুর শুল্ক বিভাগের হাতে তুলে দেয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলোর বাজার মূল্য আনুমানিক ৩৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬৬ টাকা বলে দাবি করে বিএসএফ। ঘটনায় কারা কারা জড়িত এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তার তদন্ত শুরু করেছে সীমান্তরক্ষী সহ কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।


মহারাজা শ্রী
**উমেদ মিলস লিমিটেড**

**রেজি. অফিস :** ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
**ফোন :** +৯১ ৩৩ ২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স :** +৯১ ৩৩ ২২২৩১৫৬৯, **ই-মেল :** kolkata.msum@lnbgroup.com
**ওয়েবসাইট :** www.msumindia.com ; **CIN :** U17124WB1939PLC128650
**হেড অফিস এবং ওয়ার্কস :** যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
**ফোন :** +৯১ ২৯৩২ ২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স :** +৯১ ২৯৩২ ২২১৩৩৩, **ইমেল :** ho.msum@lnbgroup.com

**নোটিশ**

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এর ধারা ২০১ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড (''কোম্পানি'') ধারার বিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করতে চায় ১৯৬ ধারার সহিত পঠিত তপশিল ৫-এর অংশ ১ অধীনে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে একজন অনাবাসী ভারতীয় শ্রী অমিত মেহতা (ডিন : ০১১৯৭০৪৭) কে ৩১শে জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে কার্যকর হিসেবে ৩ বছরের জন্য নিয়োগের জন্য অনুমোদন চায়।
এই বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.msumindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

**ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে**
**মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেডের পক্ষে**
**স্বা/-**
**অতুল কৃষ্ণ তিওয়ারি**
**(কোম্পানি সেক্রেটারি)**
**মেম্বারশিপ নং এ৪৮২২১**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ২৩ এপ্রিল ২০২৪**



**ফর্ম নং ১৪**
**[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]**
**রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস**
**ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি**
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

**দাবি নোটিশ**
**১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।**
**RC/88/2019 23.04.2024**
**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**
**(পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)**
**বনাম**
**আসিকুল আলম**

প্রতি
**(সিডি ১) আসিকুল আলম,** এনএইচ ৩৪ মঙ্গলগন পোস্ট ঘোরশালা থানা রঘুনাথগঞ্জ ৭৪২২২৯ এবং ঠিকানা কৃষ্ণশালি, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২২২৯
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1057/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৪৪৭৭২১২.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার দুশো বারো টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২ শতাংশ যৌগিক হারে মাসিক **২০.০৫.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **৪৮০০৫ (আটচল্লিশ হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১২.০৬.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২৩.০৪.২০২৪**
**স্বা/-**
**রিকভারি অফিসার**
**ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার**
**অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১**



**রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড সংস্থান অধীনে নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক মেসার্স রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) মালিকানাধীন নিম্নোক্ত সম্পদ নিম্নোক্ত বিস্তারিত প্রধান নিয়ম এবং শর্তাধীনে ই-নিলাম অধীনে বিক্রি করা হবে।

| সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | | |
|---|---|---|
| ১. | নিলামের তারিখ এবং সময় | সোমবার, ২৭ মে, ২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ অর্থাৎ নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ১০ মিনিট পূর্বের ডাক অনুযায়ী ই-নিলাম ১০ মিনিট সম্প্রসারিত হবে। |
| ২. | বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন দফাগুলি/ সম্পদ | বিকল্প এ : কোম্পানি চালু ভিত্তিতে ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(ই) এবং রেগুলেশন ৩২এ এবং ৩৩(১) অধীনে বিক্রয় করা হবে। বিকল্প বি : কর্পোরেট ডেটরের চালু সংস্থা হিসেবে ব্যবসায়িক সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এফ) এবং ৩৩(১) সংস্থান অধীনে বিক্রি করা হবে। ( উভয় বিকল্পের ক্ষেত্রে **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন আছে ভিত্তিতে'' , এবং '' কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** বিক্রি করা হবে এবং ব্যাঙ্কের আমানত/জমা/মার্জিন মানি স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হবে না) |
| ৩. | সংরক্ষিত মূল্য | বিকল্প এ : ৯১.০০ কোটি টাকা (প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক পৃথকভাবে দাখিল করতে হবে)। বিকল্প বি : ৯১.০০ কোটি টাকা (প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক পৃথকভাবে দাখিল করতে হবে) পরবর্তী ডাক ৫০.০০ লাখ টাকার গুণিতকে হবে। |
| ৪. | ইএমডি এবং দাখিলের শেষ তারিখ | ০.৫০ কোটি টাকা ৭ মে ২০২৪ তারিখ দাখিল করতে হবে এবং ৪.৫০ কোটি টাকা ২৫ মে ২০২৪ তারিখ দাখিল করতে হবে (প্রতিটি বিকল্পের ক্ষেত্রে বিকেল ৫টার মধ্যে) (প্রতিটি বিকল্পের জন্য পৃথকভাবে)। ইএমডি সুদ বহির্ভূত এবং নিলামের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে। |
| ৫. | নিলামে অংশ গ্রহণ | সকল আগ্রহী ডাকদাতাকে ওয়েবসাইটে www.rigasugar.com এবং https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া মেমোরান্ডাম অনুযায়ী সকল সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি পালন করতে হবে। |
| ৬. | সম্যক অনুধাবন এবং পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ | আগ্রহী ডাকদাতারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে ই-মেল cirp.rigasugar@gmail.com মারফত যোগাযোগ করে পর্যবেক্ষণের সূচি ঠিক করতে পারেন। সম্যক অনুধাবন এবং পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ - ২২ মে ২০২৪ অবগত হোন যে পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট ডাকদাতাকে বহন করতে হবে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহনে দায়বদ্ধ হবেন না। পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হবে ডাকদাতা কর্তৃক ই-নিলাম সম্পর্কিত দাখিলকৃত নথির ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচনায়। |
| ৭. | উপযুক্ততার নথি এবং ০.৫০ কোটি টাকা দাখিলের শেষ তারিখ | ০৭ মে ২০২৫ (সন্ধ্যা ৫ টার মধ্যে) |

সকল আগ্রহী ডাকদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে ই-মেলে cirp.rigasugar@gmail.com যোগাযোগ করতে। **অধিকন্তু, সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের উপরোক্ত উল্লিখিত ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী বিশদভাবে জানতে ই নিলাম প্রক্রিয়া নথির মধ্য দিয়ে যেতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

নীরজ জৈন
লিকুইডেটর - রিগা সুগার কোং লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01067/2018-18/11758
এএফএ বৈধতা : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

তারিখ : ২৩ এপ্রিল ২০২৪
স্থান : কলকাতা


## সত্যজিৎ রায়ের মহাপ্রয়াণ দিবসে অপরাজিত সত্যজিৎ প্রকাশিত হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু দিনকে সামনে রেখে প্রকাশিত হল 'অপরাজিত সত্যজিৎ'। বইটি উদ্বোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া। বই উদ্বোধনের পর উপাচার্য জানান, 'পঞ্চম খণ্ডের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এক বছরের মধ্যেই পরের খণ্ড প্রকাশিত হবে।' সম্পাদনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস। সিনেমার পাশাপাশি এই বইয়ে স্থান পেয়েছে সত্যজিতের সাহিত্য, স্মৃতিচারণা, জীবন-দর্শন, বিদেশযাপন ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্য।

সত্যজিৎ রায়ের চিকিৎসক ড. বক্সি ছাড়াও কলম ধরেছেন দীপংকর দে, প্রসাদরঞ্জন রায়, শ্রমণা গুহঠাকুরতা, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, চিন্ময় গুহ, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী-সহ ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের ৫৫ জন লেখক। বইটির ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায় জানালেন, 'বাবাকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক শ্রুতি দে-এর লেখায় জানা গেছে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যজিতের কল্পবিজ্ঞান, গবেষণায় বাস্তব হয়েছে। মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্-এর অধ্যাপক ইরিনা প্রকোনভা তাঁর লেখার শিরোনামে জানিয়েছেন, 'আমার গুরু সত্যজিৎ।' অন্যদিকে ফ্রান্সের লেখক ফিলিপ বনোয়া বলেছেন, 'আমার হাতেখড়ি দিয়েছেন সত্যজিৎবাবু।' উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক দেবাংশু রায়, অর্থ আধিকারিক মৃদুল কুণ্ডু, বাংলার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল, গ্রন্থ সম্পাদক অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস প্রমুখ।


**বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
**(CIN : L27100WB2011PLC161235)**
রেজিঃ অফিস : ২এ, জি. সি. এভিনিউ, রুম নং ১১, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন নং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩
ই-মেল: cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

**৩১ ডিসেম্বর , ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | বিবরণ | কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত | ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ অনিরীক্ষিত | পূর্ববর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | - | - | ০ |
| ২ | নিট লাভ সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #) | -৪৪.১৬ | -৯৯.১৬ | -২১.৪৮ |
| ৩ | নিট লাভ সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #) | -৪৪.১৬ | -৯৯.১৬ | -২১.৪৮ |
| ৪ | নিট লাভ সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #) | -৪৪.১৬ | -৯৯.১৬ | -২১.৪৮ |
| ৫ | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)] | - | - | - |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ |
| ৭ | মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো | | | |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য) **- | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ |
| | মৌলিক | -০.০৭ | -০.১৫ | (০.০৩) |
| | মিশ্রিত | -০.০৭ | -০.১৫ | (০.০৩) |

** বার্ষিকীকৃত নয়
**দ্রষ্টব্য:** ১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই (www.bseindia.com), এনএসই (www.nseindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে একীভূত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একীভূত আর্থিক পরিসংখ্যান কোম্পানির সহায়ক / সহযোগী / যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত করে ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১.১২.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড) এর অপরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. #- ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অথবা #- কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৪
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
প্রীতম বয়াল
বোর্ডের আদেশক্রমে
বি কে এম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পক্ষে
যশবর্ধন মুকিম
ডিরেক্টর
DIN: 07713187



**বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
**(CIN : L27100WB2011PLC161235)**
রেজিঃ অফিস : ২এ, জি. সি. এভিনিউ, রুম নং ১১, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৩ ফোন নং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩,
ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩ ই-মেল: cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন / কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | কনসোলিডেটেড | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত | ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ অনিরীক্ষিত | পূর্ববর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত | ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত | ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ অনিরীক্ষিত | পূর্ববর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | | | | | | |
| ২ | নিট লাভ সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #) | -২৮.৮৫ | -৫৫.০০ | -২৪.৭৪ | -২৮.৮৫ | -৫৫.০০ | -২৪.৭৪ |
| ৩ | নিট লাভ সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #) | -২৮.৮৫ | -৫৫.০০ | -২৪.৭৪ | -২৮.৮৫ | -৫৫.০০ | -২৪.৭৪ |
| ৪ | নিট লাভ সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #) | -২৮.৮৫ | -৫৫.০০ | -২৪.৭৪ | -২৮.৮৫ | -৫৫.০০ | -২৪.৭৪ |
| ৫ | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)] | - | - | - | - | - | - |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ |
| ৭ | মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো | | | | | | |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য) **- | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ | ৬৫৫.৩৪ |
| | মৌলিক | -০.০৪ | -০.০৮ | -০.০৪ | -০.০৪ | -০.০৮ | -০.০৪ |
| | মিশ্রিত | -০.০৪ | -০.০৮ | -০.০৪ | -০.০৪ | -০.০৮ | -০.০৪ |

** বার্ষিকীকৃত নয়
**দ্রষ্টব্য:** ১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই (www.bseindia.com), এনএসই (www.nseindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে একীভূত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একীভূত আর্থিক পরিসংখ্যান কোম্পানির সহায়ক / সহযোগী / যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত করে। ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০.০৯.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড) এর অপরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. #- ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অথবা #- কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৪
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
প্রীতম বয়াল
বোর্ডের আদেশক্রমে
বি কে এম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃলিঃ-এর পক্ষে
যশবর্ধন মুকিম
ডিরেক্টর
DIN: 07713187

# একদিনেই মনোনয়নপত্র জমা শত্রুঘ্ন, আলুওয়ালিয়া, জাহানারার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার এস পোন্নাবলমের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী পুনম সিনহা, দুই ছেলে লব ও কুশ। ইলেকশন এজেন্ট অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন তরফে দাসু ও আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক।

তার আগে আসানসোলের জিটি রোড সংলগ্ন রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে দলের প্রার্থীর মনোনয়নের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রায় ছিল বিশাল আকৃতির ধামসা সহযোগে আদিবাসী নৃত্য, মহিলা ঢাকি, রঙিন বেলুন সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাট আউট। শত্রুঘ্ন সিনহা জানান, সুস্থ ভাবে মনোনয়ন জমা হল। রেকর্ড ভোটে জয় হবে বলে বিশ্বাস তার। শত্রুঘ্ন জায়া পুনম সিনহার দাবি, আগের বারের থেকেও বেশি মার্জিনে জয় হবে বিহারীবাবুর। হুডখোলা গাড়িতে প্রার্থীর সঙ্গে

ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় সহ জেলার নেতারা।

একইদিনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া। পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসকের অফিসে এসএস আলুওয়ালিয়া, তাঁর স্ত্রী মনিকা সিং আলুওয়ালিয়া, তাঁদের দুই ছেলে, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, বিজেপি জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এদিন মনোনয়ন উপলক্ষে বিজেপি কোনও বর্ণাঢ্য মিছিল হয়নি। আলুওয়ালিয়া জানান, সোমবার বিকেলে তিনি বড় মিছিল করেছেন এবং মনোনয়নের দিন শান্তি মনে তিনি সংস্কার মেনে

শুধুমাত্র পরিবার ও বিশেষ নেতৃত্বকে নিয়েই মনোনয়ন জমা করেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না। দুই সেলিব্রিটির লড়াই নয়। দুই দলের বিচারধারার লড়াই হবে এখানে।'

শত্রুঘ্ন প্রসঙ্গে আলুওয়ালিয়া জানান, অতীতে তিনি বিজেপির মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি দল বদলাতেই পারেন, কিন্তু বিজেপিতে থেকে গতকাল যাঁকে ভালো বললেন আজকে তাঁকে খারাপ বলছেন। নীতি আদর্শ বা বিচারধারা নিয়ে বক্তব্য না রেখে ব্যক্তি আক্রমণ করছেন যা কাম্য নয়।

এদিন বাম কংগ্রেস মনোনীত সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন জাহানারা খান অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূল-বিজেপি দু'টি দলই নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে প্রচার করছেন এলাকায়। কমিশনে তার অভিযোগও করা হয়েছে। যেখানে আসানসোলের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে ওয়াকিবহাল নন তৃণমূল-বিজেপি, সেখানে তিনি ভূমিকন্যা হয়ে এলাকার সমস্ত সমস্যার কথা জানেন। ভবিষ্যতে এই জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত সহ অন্যরা।

*সিউড়িতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা মঙ্গলবার তাদের মনোনয়নপত্র পেশ করলেন জেলাশাসকের দপ্তরে।*

# খেলার মাঠ বাঁচাতে ভোট বয়কটের ডাক আরামবাগে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** প্রখর রৌদ্রে একদিকে যখন ভোট প্রচারে ব্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তখন অন্যদিকে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীরা। খেলার মাঠ বাঁচানোর আন্দোলন তাদের। আরামবাগের বাইস মাইল এলাকার মান্দাড়া গ্রামের মানুষ খেলার মাঠ বাঁচাতে ভোট বয়কটের ডাক দেন। রীতিমতো ব্যানার ফেস্টুন টাঙিয়ে ভোট বয়কটের ডাক তাদের। ব্যানারে বড় বড় করে লেখা রয়েছে, মান্দাড়া, বাইস মাইল দাদনপুর গ্রামের খেলার মাঠকে আরামবাগ পুরসভা কর্তৃক রেকর্ড ও ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার প্রতিবাদে মান্দাড়া গ্রামের ২০০/ ৯ বুথে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোট বয়কট। বাইস মাইল এলাকার মান্দাড়া ফুটবল মাঠে পুরসভার নোংরা আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন ওই এলাকার মানুষ। প্রসঙ্গত, গ্রামের একমাত্র খেলার মাঠে পুরসভার পক্ষ থেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার প্রতিবাদে উত্তেজনা ছড়ায় আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশ মাইল এলাকায়। কয়েক দিন আগেই খেলার মাঠ বাঁচাতে তারা এক যোগে তীর ধনুক, খোঁচ, বল্লম, লাঠিসোটা ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিলেন। লোকসভা ভোটের আগে ভুল বুঝিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল পরিচালিত আরামবাগ পুরসভার বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার পুর

চেয়ারম্যানের। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ওই এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছেন আমি ওদের পাশে আছি। ওদের আন্দোলনটা মাঠ বাঁচানোর জন্য। আন্দোলনে আমি অংশগ্রহণ করব। পুরসভার পক্ষ থেকে যে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করছে সেখানে খেলার মাঠকে ব্যবহার করে সেখানে নোংরা আবর্জনা ফেলা হলে এলাকা দূষিত হবে পাশাপাশি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, সামনে আবার একটা জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে। তবে আন্দোলন করুন, ভোট অবশ্যই দেবেন আপনারা। ভোট নষ্ট করবেন না। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে আপনারা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন। খেলার মাঠ বাঁচাও কমিটির সদস্য শেখ ফজলুল হক বলেন, আমাদের খেলার মাঠে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করতে দেব না। ভোট বয়কট করে আমরা ১০০ শতাংশ আশাবাদী আমাদের সুরাহা হবে। দীর্ঘ ৪৭-৪৮ বছর ধরে এই খেলার মাঠ আমরা ব্যবহার করে আসছি। আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে গেলে আমাদের খেলার মাঠকে গ্রামবাসীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। আমরা চাইছি খেলার মাঠ সুরক্ষিত থাকুক। ভোট বয়কটকারী শেখ পিয়ার আলি বলেন, আমাদের এখানে একটা খেলার মাঠ আছে, সেই খেলার মাঠে আরামবাগ পুরসভা ভাগাড় তৈরি করছে। তাই খেলার মাঠ বাঁচাতে ভোট বয়কট করেছি।

অন্যদিকে পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, ভোট বয়কট না করে বলব সকলে ভোট দিন। আসুন আলোচনায় বসুন। আমরা একটা সমাধান বের করে দেব। সবমিলিয়ে ভোটের মুখে আবারও ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ে আরামবাগ পুরসভা থেকে শুরু করে শাসক দল ও প্রশাসন।

# কাকলির প্রচারের শোভাযাত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** শপথ নিয়ে বিচারপতির চেয়ারে বসে উনি একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে উকালতি করে গেছেন। উনি বিজেপিতেই ছিলেন, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই এতগুলি ছেলে মেয়ের চাকরি খেয়েছেন। তারা বুঝে নেবে। আর মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, কোর্টে দেখা হবে। ওনার বিরুদ্ধে কোর্টে গেলে উনি বুঝতে পারবেন কি অন্যায় উনি করেছেন। এমন নিকৃষ্ট মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমার রুচিতে বাঁধে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম না করে এমই মন্তব্য করেন বারাসাতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি আরও বলেন, বিচারপতি চেয়ারে বসে উনি হাজার হাজার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছেন। রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেছেন। ভবিষ্যৎ ওনাকে ক্ষমা করবে না। মঙ্গলবার বিকেলে বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের প্রচারে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর কাকলি এমনই বলেন। এদিনের প্রচারে প্রথম পর্বে ছিল কর্মিসভা, পরবর্তী ছিল শোভাযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পুরপিতা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, অরুণ ভৌমিক, ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল সহ অন্যান্যরা। এদিন কাকলি আরও বলেন, বিজেপি নেতারা যে সব অভিযোগ করছে তা হাস্যকর। ওদের নিজেদের আয়নায় দেখা উচিত, ২০১৪ সালে বলেছিল ১৫ লক্ষ টাকা করে প্রতিটি মানুষের অ্যাকাউন্টে দেবে, ২০১৬ সালে নোটবন্দি করে মানুষকে বিপদে ফেলেছিল। মণিপুরে মানুষদের ভোট দিতে দেয়নি। মণিপুরকে বিক্রি করে দিতে চাইছে। গ্যাসের দাম ৩০০, ৪০০ থেকে শুরু করে আজ ১১০০ নিয়ে গেছেন। বাংলার হকের টাকা আটকে রেখেছে। সর্বত্র মিথ্যা প্রচার করছে। দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি সম্পর্কে যত না বলা যায় ততই ভালো।

# সর্বমঙ্গলা পুজো, মহামিছিলে মনোনয়ন জমা কীর্তি আজাদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** রীতিমতো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদ। এদিন বর্ধমান টাউনহল থেকে কাছারি রোড পর্যন্ত মহামিছিল করে তিনি মনোয়নপত্র দাখিল করলেন মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে। উপস্থিত রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, তৃণমূলের জেলা সভাপতি।

মিছিল শেষে জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টপাধ্যায় জানান, এইরকম প্রচার চাইছেন সাধারণ মানুষ আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষ ভোট দিয়ে দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ বর্ধমান পূর্ব ও দুর্গাপুর লোকসভা জিতবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

# এবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বার্নপুরে, ভস্মীভূত একাধিক দোকান ও ঝুপড়ি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** মঙ্গলবার আসানসোল পুরসভার বার্নপুরের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের আপার রোডে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুনে ভস্মীভূত প্রায়

২৫টির বেশি ঝুপড়ি বাড়ি ও দোকান। দমকলের চারটি ইঞ্জিনের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাড়িতে রান্না করার সময় কোনও ভাবে আগুন ধরে যায় বলে অনুমান স্থানীয়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ড এদিন বেলা ১টা নাগাদ স্থানীয়রা আগুন লক্ষ্য করে। নিমেষের মধ্যে আগুনের কবলে পড়ে ওই এলাকায় থাকা কয়েকটি ঝুপড়ি দোকান ও গোডাউনে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। আসানসোলে দমকল ইঞ্জিনের সঙ্গে সেল আইএসপির ইঞ্জিনও আসে। দমকলের প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। উল্লেখ্য, রবিবার রানিগঞ্জের সবজি বাজারে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে, সেখানেও বহু দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক রুদ্র জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাটি সেল আইএসপির অন্তর্গত, তাই ওই সংস্থার উচিত এলাকায় নজরদারি রাখা। সঙ্গে জনগণকেও সচেতন হওয়া উচিত।

*রায়গঞ্জ শহরে দেব' র রোড শো।*

# নিজের হাতে তৈরি করা সংবাদপত্র বিক্রি যুবকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান:** ভোট বাজারে হাতে তৈরি সংবাদপত্র নিয়ে গড়বেতা থেকে বাগনানে পা এক কলেজ ছাত্রের। মঙ্গলবার বাগনান স্টেশনে হ্যান্ড মেড সংবাদপত্র নিয়ে নিত্যযাত্রীদের পড়াতে দেখা গেল এক যুবককে। জানা গিয়েছে, যুবকের নাম আবদুল্লা খাঁন। বাড়ি গড়বেতা থানার দাঁড়কা গ্রামে। বাবা মুক্তার খাঁন ও মা আম্বিয়া বিবি গৃহবধূ। নিজে টিউশনির খরচ থেকে আর্ট পেপার, রং, তুলি কিনে দু'বছর ধরে 'অধিকার পত্রিকা' নামে ব্রডশিটের মাপে হ্যান্ড মেড সংবাদপত্র তৈরি করে চলেছে। ডিজিটাল যুগে ও যা একটি নজির। এই পত্রিকা বাংলা সংবাদপত্রের সূচনা যুগকে মনে করিয়ে দেয় বলে অভিমত সংবাদপত্র প্রেমীদের। তবে এই সংবাদপত্রের পাতায় রাজনৈতিক খবর তেমন একটা থাকে না। অনুপ্রেরণা মূলক খবরই বেশি করে ছাপা হয়। সংবাদপত্রের এই ধরনের সংস্করণ রীতিমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছে ব্যতিক্রমী পাঠকদের। জানা গিয়েছে, প্রতি ইংরেজি মাসের তিন তারিখ এটি প্রকাশ করেন ওই যুবক। পরে তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। চিত্রশিল্পী ও সংবাদপত্র সংগ্রাহক সৈকত খাঁড়া জানান, 'সম্পাদক যে ভাবে শিল্পীর তুলিতে ছবি এঁকেছেন ও ঝকঝকে হাতের লেখা উপস্থাপিত হয়েছে তা এক কথায় নজির।' এই ধরনের সংবাদপত্র তৈরির প্রবণতা বাড়ছে বলে ও জানিয়েছেন সৈকতবাবু।

# পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাবা ও মেয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা:** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল প্রাইভেট গাড়ি। ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের দু'জনের মৃত্যু। গুরুতর জখম আরো তিন, ঘটনাস্থলে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

হাবড়া থানা এলাকার শেষ প্রান্তে দেগঙ্গা থানার শুরুতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হল, গুরুতর জখম আরও তিন। বিড়া বদর রোডের চাতরের বিল এলাকায় একটি চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। এলাকার মানুষজন দ্রুত উদ্ধারের কাজে হাত লাগালেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবা হাবিবুল রহমান ও মেয়ে নাজমুন নাহারের। পরিবারের তিন সদস্য গুরুতর জখম সবাইকে উদ্ধার করে বারাসাত জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে দু'জনকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। দেগঙ্গার ভাসিলা এলাকা থেকে একই গাড়িতে পরিবারের ৫ সদস্য বিড়ার দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে প্রাইভেট গাড়িটি। এলাকার মানুষ দ্রুত উদ্ধার করে বারাসাত জেলা হাসপাতালে পাঠান।

# কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা:** বৃদ্ধকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। বৃদ্ধকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম পরিতোষ দাস। মৃত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর।সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর হাজরাতলা এলাকায়। সূত্রের খবর, সোমবার রাত ১১ নাগার পরিতোষ বিশ্বাসের বাড়ি ঢোকে রবীন্দ্রনাথ। অভিযোগ,বাড়ি ঢুকে উঁকি মারছিল সে। তখন তাকে দেখতে পেয়ে কুড়ুল দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে পরিতোষ। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ। তার মাথায় ও মুখে একাধিক কোপের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযুক্ত পরিতোষের স্ত্রী কাকলি দাস বলেন, রবীন্দ্রনাথের তার দিকে দীর্ঘদিনের কু নজর ছিল। এদিন বিকালেও তার দিকে কুনজরে তাকাচ্ছিল। যা লক্ষ্য করেছিল তার স্বামী পরিতোষ। কাকলির দাবি, রাতে বাড়ি ঢুকে উঁকি মারছিল রবীন্দ্রনাথ। তখন তার উপর কুড়ুল নিয়ে হামলা চালায় তার স্বামী পরিতোষ। মৃত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী সবিতা মণ্ডল বলেন, তার স্বামী তাদের সঙ্গে থাকতেন না। তবে তিনি এলাকায় সকলের উপকার করতেন। কি কারণে তাকে খুন করা হয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না। কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা তাও তিনি জানেন না। গাইঘাটা থানার পুলিশ পরিতোষ দাসকে গ্রেপ্তার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠায়।

# বড়নীলপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** সোমবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর বাজার এলাকায় একটি গাড়ি রাখার গ্যারেজে। ঘটনায় গ্যারেজে থাকা তিনটে মোটর সাইকেল ও কিছু পেপার ও জলের পাম্প পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও বর্ধমান থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, বড়নীলপুর বাজার এলাকায় একটি গ্যারেজে হঠাৎ করেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা নীলপুর বাজার এলাকায়। দমকলের ঘণ্টাখানেকের চেষ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনুমান, অতিরিক্ত গরমের কারণে কোনও ভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। তা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি।

# চিকিৎসা শিবিরে তৃণমূলের চিকিৎসক প্রার্থী ড. শর্মিলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** মঙ্গলবার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার নসরতপুর পঞ্চায়েতের সমুদ্রগড় রেল বাজারের কল্পনা ভবনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে সমুদ্রগড় রেলবাজার এলাকায় আয়োজিত হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসকের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ড. শর্মিলা সরকার। তিনি জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক প্রচার নয়। সাধারণ মানুষের জন্যই এদিনের এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। হার্ট স্পেশালিস্ট, গাইনোকোলজিস্ট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা পরিষেবা দিয়েছেন এই শিবিরে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ড. শর্মিলা সরকারকে স্বমহিমায় দেখা যায়। তিনি রোগী দেখেন এবং নিজের প্যাডে প্রেসক্রিপশন লিখতেও দেখা যায়। অসংখ্য মানুষকে আজকের এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে দেখা যায়।

# ভোটের রাজস্থানে কংগ্রেসকে আক্রমণে মোদির হাতিয়ার হনুমান চালিশা

**জয়পুর, ২৩ এপ্রিল:** রাজস্থানের বাঁশওয়াড়ায় রবিবার বিজেপির সভায় তাঁর মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। লোকসভা ভোটের আগে তিনি কৌশলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করে 'ঘৃণাভাষণ' শুরু করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। সেই আবহেই এ বার মরুরাজ্যের আর এক লোকসভা কেন্দ্র টঙ্ক-সওয়াই মাধোপুরে গিয়ে মেরুকরণের তাস খেলার অভিযোগ উঠল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে।



মঙ্গলবার বিজেপির সমাবেশে মোদি বলেন, 'কংগ্রেস শাসনে হনুমান চালিশা শোনাও অপরাধ। হনুমান জয়ন্তীতে আমার কিছু দিন আগেকার একটি কথা মনে পড়ছে। কংগ্রেস শাসিত কর্নাটকে এক ব্যবসায়ী তাঁর দোকানে বসে হনুমান চালিশা শুনছিলেন। আর সেই অপরাধে তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।' রাজস্থানের পূর্বতন কংগ্রেস শাসিত সরকার রামনবমীতে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছিল বলেও অভিযোগ করেন মোদি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি হায়দরাবাদে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে কোন শ্রেণির হাতে কত সম্পদ আছে তা আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা করে দেখবে। সেই বক্তব্যকে টেনে এনে বাঁশওয়াড়ায় মোদি বলেছিলেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অতীতে বলেছিলেন, দেশের সম্পদে সর্বাগ্রে অধিকার মুসলিমদের। সেই কারণেই সমীক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। যাতে দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ মুসলিম ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়।' এর পরে সোমবার উত্তরপ্রদেশের আলগড়ে তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের নজর আপনার সম্পত্তির উপরে রয়েছে। ক্ষমতায় এলে এরা মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নেবে।'

বিরোধী নেতাদের মতে, প্রথম দফায় প্রত্যাশিত ফল হয়নি বুঝেই দ্বিতীয় দফার ভোটপর্বের আগে থেকেই সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে মুসলিম তথা কংগ্রেস সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরি করার কৌশল নিয়েছেন। রবিবার বাঁশওয়াড়ায় সরাসরি 'মুসলিম' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। সোমবার আলিগড় কিংবা মঙ্গলবার টঙ্ক-সওয়াই মাধোপুরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় 'মুসলিম' শব্দটি উহ্য রেখেছেন।

তবে ফের তিনি বলেছেন, 'আমাদের মা-বোনেদের কাছে সোনা থাকে। যা তাঁদের স্ত্রী-ধন ও পবিত্র। এখন এদের নজর পড়েছে মঙ্গলসূত্রে।' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মঙ্গলবার সভায় মোদির হাতে দেখা গিয়েছে বজরংবলীর শক্তির প্রতীক গদা। মোদির মন্তব্যের জবাবে রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং বলেন, 'কংগ্রেস কখনও মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্রে নজর দেয়নি। বরং মোদির জমানাতেই কোভিড পর্বে মা-বোনেরা তাঁদের মঙ্গলসূত্র বিক্রি করে পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে কালোবাজারে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনতে বাধ্য হয়েছেন।'

# ভোটপ্রচারে উত্তরপ্রদেশ ভেঙে নতুন রাজ্য গড়ার প্রতিশ্রুতি মায়াবতীর

**লখনউ, ২৩ এপ্রিল:** ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশ ভেঙে নতুন এক রাজ্য গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন বিএসপি প্রধান মায়াবতী। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলি নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার দাবি করলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে এই দাবি পূরণ করবেনই। পাশাপাশি মীরাটে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গঠনও করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।



মঙ্গলবার মীরাট আসন থেকে বিএসপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসেছিলেন দলিত নেত্রী। সেখানেই এক নির্বাচনী জনসভায় উত্তরপ্রদেশ ভেঙে নয়া রাজ্য গঠনের পক্ষে সওয়াল করলেন তিনি। পাশাপাশি কংগ্রেস ও বিজেপিকেও তোপ দাগেন তিনি। তোপ দাগেন সমাজবাদী পার্টিকেও। মায়াবতীর দাবি, এই দলগুলি কেউই চায় না তপসিলি জাতি/ উপজাতি সম্প্রদায়ের কেউ সংরক্ষণের সুবিধা পান।

মায়াবতীকে এদিন বলতে শোনা যায়, 'আমরা ক্ষমতায় এলে দীর্ঘদিনের দাবিগুলো পূরণ করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ করব।' তিনি এও দাবি করেন, বিএসপি ক্ষমতায় থাকাকালীন এক পৃথক রাজ্যের প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মতে, শুরু থেকেই দল মনে করত পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলিকে নিয়ে পৃথক রাজ্য হওয়া উচিত।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে মায়াবতী ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিতে পারেন, এমন গুঞ্জন ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কারও সঙ্গেই জোট গড়েনি বিএসপি। পরিস্থিতি যা তাতে মায়াবতীর 'ম্যাজিক' এই মুহূর্তে অনেকটাই ফিকে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই অবস্থায় পৃথক রাজ্য গঠনের প্রতিশ্রুতি তাঁর দলকে অক্সিজেন দিতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

# জেলেই এ বার কেজরিকে ইনসুলিন

**নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল:** অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইনসুলিন দেওয়া হল এ বার তিহার জেলে। জেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর রক্তে শর্করার মাত্রা ৩২০-তে পৌঁছে যায়। তার পরই তাঁকে ইনসুলিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত কয়েক দিন ধরেই কেজরিওয়ালকে ঘিরে সুগার-বিতর্ক শুরু হয়েছে। তাঁর দল আম আদমি পার্টির (আপ) তরফে বার বার অভিযোগ করা হচ্ছে, কেজরিওয়ালের রক্তে শর্করার মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। কিন্তু তাঁকে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে না। একই অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে কেজরিওয়ালকেও।

রক্তে শর্করার মাত্রা অনেকটাই বেশি, ইনসুলিনের প্রয়োজন। জেলে যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছেন না; এমন অভিযোগ তুলে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আইনজীবী। আপ নেতার আবেদন ছিল, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে দেওয়া হোক। সোমবার অবশ্য আদালত তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। তবে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য দিল্লির এমস-কে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার নির্দেশও দিয়েছিল।



সেই নির্দেশ আসার কয়েক ঘণ্টা পরেই জেলে কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখে ইনসুলিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আপের তরফে সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'এর থেকে পরিষ্কার যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একদম ঠিক ছিলেন। কিন্তু তিহার জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলেন। বিজেপির লোকেরা এখন বলুন, যদি সত্যিই ইনসুলিনের প্রয়োজন না পড়ে, তবে এখন কেন দেওয়া হল?'

# চিনা আগ্রাসন নিয়ে সরব হওয়া লাদাখের সাংসদকে টিকিট দিল না বিজেপি

**লাদাখ, ২৩ এপ্রিল:** সংসদে প্রথম ভাষণে কংগ্রেস সরকারকে তুলোধোনা করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সেই ভাষণের ভিডিও ভাইরাল হয়। রাতারাতি বিজেপির স্টার হয়ে যান লাদাখের সাংসদ জেমিয়াং শেরিং নামগিয়াল। কিন্তু এবার তাঁকে টিকিটই দিল না দল। গেরুয়া শিবির লাদাখে প্রার্থী করেছে তাশি গয়ালসনকে।

আসলে নামগিয়াল সংসদে যেমন কংগ্রেসকে তোপ দেগেছেন, তেমন অস্বস্তিতে ফেলেছেন নিজের দল বিজেপিকেও। লোকসভার অধিবেশনের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের দেওয়া 'তথ্য' নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, লাদাখের ভারতীয় ভূখণ্ডে এখনও ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চিনা ফৌজ। ভারতীয় কৃষকরা নিজেদের রুজিরুটির জন্য সীমান্তে গেলে তাঁদের বাধা দিচ্ছে তারা। তার পরই টিকিট কাটা হল নামগিয়ালের।

যদিও বিজেপি সূত্রের খবর, নামগিয়ালের থেকে প্রার্থী হিসাবে তাশি গয়ালসনের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। সেকারণেই নামগিয়ালকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। গয়ালসন তিনি বিজেপি নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত লাদাখ পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান তথা সিইও। তাছাড়া নামগিয়ালের উপর বৌদ্ধরা ক্ষুব্ধ। কার্গিলের মুসলিম সমাজও সন্তুষ্ট নয়।

# ট্যাকোর ২ বছর পূর্তি

**নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল:** দেশজুড়ে পশুকল্যাণে ২ বছর পূর্ণ করলো দ্য অ্যানিমাল কেয়ার অর্গানাইজেশন (ট্যাকো)। ২০২২ সালে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলো অনিল আগরওয়াল ফাউন্ডেশন, বেদান্ত লিমিটেড। ট্যাকো মূলত পশুদের জন্য ৬ টি বিষয়ের উপর নজর রেখে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালায়। এগুলো হল, শেল্টার, হসপিটাল, অ্যাকাডেমি, ওয়াল্ডলাইফ কনজারভেশন, ডিজাস্টার রিলিফ ও সেক্টর ডেভেলপমেন্ট। পশুদের দেখভাল ও পরিবেশে র উপর পশুদের ভারসাম্য রক্ষা করার মডেলকে সামনে রেখেই ২ বছর পূর্ণ করল ট্যাকো।

# মালয়েশিয়ার নৌবাহিনীর ৯০ বছর পূর্তির মহড়ায় কপ্টার ভেঙে মৃত ১০

**কুয়ালালামপুর, ২৩ এপ্রিল:** নৌসেনার মহড়া চলাকালীন ভয়ংকর দুর্ঘটনা। মাঝ আকাশে মহড়া চলাকালীন সংঘর্ষ দুই যুদ্ধবিমানের। ধাক্কা লেগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে কপ্টারদুটি। ভয়াবহ দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ১০ জন সেনার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালয়েশিয়ায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল নটা নাগাদ লুমুটের নৌসেনা ঘাঁটিতে মহড়া চালাচ্ছিল বাহিনীর একাধিক হেলিকপ্টার। আগামী মাসেই মালয়েশিয়ার নৌবাহিনীর ৯০ বছর পূর্তি। সেই বিশেষ দিন উদযাপনের মহড়া চলছিল এদিন। সেই মহড়া চলাকালীনই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বলি হল ১০টি প্রাণ। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে হেলিকপ্টার দুটি ভেঙে পড়ার ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট ফর্মেশন মেনে উড়ছিল বেশ কয়েকটি কপ্টার। তার মধ্যে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে একটি কপ্টার। বেঁকে গিয়ে আরেকটি কপ্টারে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে মাঝ আকাশেই ভেঙে পড়ে কপ্টারদুটি। তার পরে মাটিতে আছড়ে পড়ে। দুই কপ্টার মিলিয়ে মোট ১০ জন আধিকারিক ছিলেন। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মৃত্যু হয় বলে জানানো হয় মালয়েশিয়ার নৌসেনার তরফে। আশেপাশে থাকা বেশ কয়েকজন আধিকারিক জখম হয়েছেন বলে সূত্রের খবর।



ঘটনার পরেই নৌসেনার হেলিকপ্টারের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেনার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তবে এই প্রথমবার নয়, আগেও সামরিক হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে মালয়েশিয়ায়। যদিও সেবারে কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে ১০ জনের মৃত্যুর পরে দেশের সামরিক হেলিকপ্টারের দশা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

# মুম্বই বিমানবন্দরে ফাঁস অভিনব পাচার চক্র

**মুম্বই, ২৩ এপ্রিল:** নুডলসের মধ্যে পাচার হচ্ছিল হিরে! শরীরের ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সোনা! তল্লাশি করতে গিয়ে থ মুম্বই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রায় সাড়ে ৬ কোটির সোনা-হিরে পাচারের অভিযোগ গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তদের।

জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে ৬.৮ কেজির সোনা যার মূল্য ৪.৪৪ কোটি টাকা ও ২.০২ কোটির হিরে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই সোনা ও হিরে পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনকে। তদন্তকারীদের দাবি, নুডলসের প্যাকেটের ভিতরে হিরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। অভিযুক্তদের শরীরে ভিতরে লুকনো ছিল সোনা। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যাচ্ছে, এক ভারতীয় যাত্রী ব্যাংকক যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই তাঁর কাছে থাকা নুডলসের প্যাকেটের ভিতর থেকে ওই হিরে উদ্ধার করা হয়। ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। এদিকে আর এক অভিযুক্ত বিদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি কলম্বো থেকে মুম্বইয়ে ফিরেছিলেন। সেই সময়ই তাঁকে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় অন্তর্বাসের মধ্যে ৩২১ গ্রাম সোনা লুকিয়ে রেখেছিলেন।এছাড়াও আরও ১০ জন ভারতীয়কে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুবাই ও আবু ধাবি থেকে আসা দুজন করে অভিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়া বাহরিন, দোহা, রিয়াধ, মাস্কাট, ব্যাংকর ও সিঙ্গাপুর থেকে আসা আরও ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছে সব মিলিয়ে ৬.১৯৯ কেজি সোনা ছিল। যার সম্মিলিত মূল্য ৪.০৪ কোটি টাকা।

# নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে মেক্সিকোর পর দ্বিতীয় স্থানে ভারতীয়রা

**ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিল:** আমেরিকায় নাগরিকত্ব পাওয়ার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছে ভারত। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৬৫ হাজার ৯৬০ জন ভারতীয় আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়েছেন। অমার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার তালিকায় ভারতের ওপরে রয়েছে মেক্সিকো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরোর আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে আনুমানিক ৪ কোটি ৬০ লাখ বিদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি দেশটিতে বসবাস করেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৩৩ কোটি ৩০ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের গত ১৫ এপ্রিলের সর্বশেষ 'ইউএস ন্যাচারালাইজেশন পলিসি' প্রতিবেদনে ২০২২ অর্থবছরে ৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৮০ জন আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন। মেক্সিকোতে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা আমেরিকায় সর্বাধিক সংখ্যক নাগরিকত্ব নিয়েছেন, তারপরই ভারত, ফিলিপিন্স, কিউবা এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের লোকেরা এই তালিকায় রয়েছেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিআরএস জানিয়েছে, ২০২২ সালে ১ লাখ ২৮ হাজার ৮৭৮ জন মেক্সিকান মার্কিন নাগরিক হয়েছেন। এরপর রয়েছে ভারত (৬৫ হাজার ৯৬০ জন), ফিলিপিন্স (৫৩ হাজার ৪১৩ জন), কিউবা (৪৬ হাজার ৯১৩ জন), ডোমিনিকান রিপাবলিক (৩৪ হাজার ৫২৫ জন), ভিয়েতনাম (৩৩ হাজার ২৪৬ জন) এবং চিন (২৭ হাজার ৩৮ জন)। প্রতিবেদন অনুয়ায়ী, ২০২৩ সালের হিসাবে ২৮ লাখ ৩১ হাজার ৩৩০ জন বিদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক ভারত থেকে এসেছিলেন, যা মেক্সিকোর ১ কোটি ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪২৯ জনের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

# প্রেমিকাকে নৃশংসভাবে মারধর করে খুন, ২০ বছরের সাজা দিল সিঙ্গাপুর আদালত

**সিঙ্গাপুর, ২৩ এপ্রিল:** প্রেমিকাকে খুনের অপরাধে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের কারাবাসের সাজা শোনাল সিঙ্গাপুরের এক আদালত। ২০১৯ সালের ১৭ জানুয়ারি এম কৃষ্ণণ নামে ওই ব্যক্তি তাঁর বান্ধবী মল্লিকা বেগম রহমানসা আবদুল রহমানকে খুন করেন। গত সপ্তাহেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অবশেষে ঘোষিত হল সাজা।



জানা গিয়েছে, এম কৃষ্ণণ ছিলেন বিবাহিত। তাঁর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল মল্লিকা বেগমের। কিন্তু কৃষ্ণণ জানতে পারেন মল্লিকার সঙ্গে অন্য পুরুষদেরও সম্পর্ক রয়েছে। এর পরই তাঁদের সম্পর্কের অবনতি হয়। ঘটনার দিন মেজাজ হারিয়ে কৃষ্ণণ নিজের বান্ধবীকে লাথি-ঘুষি মারতে থাকেন। তাতেই মৃত্যু হয় তরুণীর। জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে এক পুলিশ অফিসারকে নিগ্রহের দায়ে জেল হয়েছিল কৃষ্ণণের। পরে অবশ্য ছাড়া পেয়ে যান তিনি। কিন্তু এরও আগে ২০১৫ সালেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে মল্লিকার সঙ্গে আবিষ্কার করেন নিজের বেডরুমে! সেই সময় কৃষ্ণণ তাঁর স্ত্রীর মুখেও ঘুষি মারেন। এমনকী বোতল দিয়ে মারতেও যান।

তিনি জেলে থাকার সময় মল্লিকা অন্য পুরুষদের সঙ্গেও যৌন সংসর্গে জড়িয়েছেন, এটা জানার পর থেকেই অশান্তি হয় শুরু হয় তাঁর ও কৃষ্ণণের। আর তারই জেরে তিনি খুন করেন মল্লিকাকে। সেই সময়ই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। অবশেষে সাজা ঘোষণা হল তাঁর। তবে জেলে ২০ বছরের শাস্তির থেকে যে সময় তিনি জেলে কাটিয়ে ফেলেছেন তা বাদ দেওয়া হবে বলেও আদালত জানিয়েছেন।

# ওয়াশিংটনে স্কুলের বাইরে মহিলাকে গুলি, পলাতক অভিযুক্ত

**ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিল:** ফের আততায়ীর গুলিতে রক্তাক্ত আমেরিকা! ওয়াশিংটনের একটি স্কুলের বাইরে এক মহিলাকে গুলি করে খুন করার ঘটনায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। পুলিশের অনুমান এক প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এমনকী ওই সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগও রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে পলাতক অভিযুক্ত। তাঁর খোঁজে চলছে তল্লাশি। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময়ে সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে, ওয়েস্ট রিচল্যান্ডের উইলিয়াম উইলি নামের একটি প্রাথমিক স্কুলের সামনে। এ নিয়ে এক বিবৃতিতে রিচল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই এক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তবে অন্য হতাহতের কোনও খবর নেই। এই হত্যাকাণ্ডে বছর চল্লিশের ইলিয়াস হুইজার নামে এক প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে গোটা শহরে তল্লশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইলিয়াসের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে এক শিশুকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ রয়েছে। সোমবার সেই মামলার কাগজপত্র জমা দিয়ে বিচার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিনই ওই মহিলাকে খুন করে পালিয়ে যান ইলিয়াস। পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধীকে ধরতে বাড়িতেও যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে তাঁর বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় উইলিয়াম উইলি স্কুলটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ১৯.০৪.২০২৪।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সুপারভিশন এবং ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ সহ অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতি দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,০৫,৪৬,৪৮৫ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,৫২,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-22/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-জিইএনএল-১৫৫-২০২৪-এনআইটি, টেন্ডার নংঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি - জিইএনএল-১৫৫-২০২৪, তারিখঃ ১৯.০৪.২০২৪।** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে কুনরি এবং সাঁইথিয়া স্টেশনের মধ্যে বাই-পাস লাইন সম্পর্কিত ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার এবং স্যুইচিং স্টেশন ইত্যাদি সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,০৫,৪৭,০৪৭.২৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,৫২,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য'' এবং ''বায়না মূল্য'' অনলাইনে জমা করার পরে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার www.ireps.gov.in-তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in -তে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডে দেখা যাবে।

CON-03/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

২৪.০৪.২০২৪ এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ
পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে

ইআই সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে সিবিটিসি সিগন্যালিং সিস্টেমে পরিবর্তিত করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিচালনাগত আবশ্যিকতার কারণে ২৪.০৪.২০২৪ তারিখ (বুধবার) এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) **জোকা** থেকে **মাঝেরহাট** পর্যন্ত **পার্পল লাইনের** মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ২৪ ও ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ জোকা-মাঝেরহাট অংশে কোনও বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে না।

যাত্রীসাধারণের অসুবিধার কারণে গভীরভাবে দুঃখিত।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

# স্টয়নিসের সেঞ্চুরিতে লক্ষ্ণৌ ফের হারাল ধোনির চেন্নাইকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নিজের প্রথম ওভারে মোস্তাফিজুর রহমান দিয়েছিলেন মাত্র ৪ রান, পেয়েছিলেন লোকেশ রাহুলের উইকেট। পরের ওভারে দিলেন ১৩ রান, তৃতীয় ওভারে ১৫। ম্যাচের শেষ ওভারে যখন মোস্তাফিজের হাতে বল তুলে দেওয়া হলো, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের জিততে দরকার ১৭ রান। ক্রিজে সেঞ্চুরিয়ান মার্কাস স্টয়নিস।

মোস্তাফিজ পারলেন না তাঁর দল চেন্নাই সুপার কিংসকে জেতাতে। প্রথম বলে ছক্কা, পরের দুই বলে দুটি চার। তিন নম্বর বলটি আবার হলো নো,ও। ফ্রি হিটে আবার ৪ মেরে স্টয়নিস লক্ষ্ণৌকে এনে দিলেন অসাধারণ এক জয়। ৩.৩ ওভারে ৫১ রান দিয়ে ওই একটাই উইকেট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো মোস্তাফিজকে।

চেন্নাইয়ের করা ৪ উইকেটে ২১০ তাড়া করতে নেমে লক্ষ্ণৌ ম্যাচ জিতল ৬ উইকেট আর ৩ বল হাতে রেখে। স্টয়নিস অপরাজিত থাকলেন ৬৩ বলে ১২৪ রান করে, ৬টি ছক্কার সঙ্গে যিনি মেরেছেন ১৩টি চারও। টানা দুই ম্যাচে চেন্নাইকে হারাল লক্ষ্ণৌ। দুই দল নিজেদের ঠিক আগের ম্যাচেই মুখোমুখি হয়েছিল লক্ষ্ণৌর মাঠে। সেই ম্যাচে জেতার পর এবার চেন্নাইয়ের মাঠ থেকেও হাসিমুখে ফিরল লোকেশ রাহুলের দল।

স্টয়নিসের সেঞ্চুরিতে বৃথা হয়ে গেছে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও শিবম দুবের দুটি দুর্দান্ত ইনিংস। ৬০ বলে ৩ ছক্কা ও ১২ চারে ১০৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছেন ২৭ বলে ৭ ছক্কা ও ৩ চারে ৬৬ রান করা দুবে। দুজন মিলে গড়েছেন মাত্র ৪৬ বলে ১০৪ রানের জুটি।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে ১টি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, মহসিন খান ও যশ ঠাকুর। তাঁদের মধ্যে হেনরি ৪ ওভারে মাত্র ২৮ রান দিলেও মহসিন দিয়েছেন ৫০ ও ঠাকুর ৪৭ রান।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শতরান করেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ঝোড়ো অর্ধশতরান করেন শিবম দুবে। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। রান তাড়া করতে নেমে শতরান করেন মার্কাস স্টোইনিস। শেষ দিকে তাঁকে সঙ্গ দেন নিকোলাস পুরান। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন স্টোইনিস। টান টান ম্যাচে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তিন বল বাকি থাকতে জিতে যায় লখনউ।

একটা সময় মনে হচ্ছিল, ১৬০-৭০ রানের বেশি হবে না চেন্নাইয়ের। কিন্তু রুতুরাজ ও শিবমের জুটি দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ধীরে ধীরে নিজের শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন রুতুরাজ। পর পর দু'বলে ছক্কা ও চার মেরে আইপিএলে নিজের দ্বিতীয় শতরান করেন রুতু। ২০০ রানের বেশি করার লক্ষ্য নিয়ে খেলছিলেন দুই ব্যাটার। লখনউয়ের পেসারেরা চাপে পড়ে বাজে বল করছিলেন।

২২ বলে অর্ধশতরান করেন শিবম। তিনিও কোনও বোলারকে রেয়াত করছিলেন না। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছিলেন চেন্নাইয়ের সমর্থকেরা। শতরানের জুটি হয় দুই ব্যাটারের মধ্যে। ২৭ বলে ৬৬ রান করে রান আউট হন শিবম। শেষ দু'বলের জন্য ব্যাট করতে নামেন ধোনি। কিন্তু স্ট্রাইকিং প্রান্তে ছিলেন রুতুরাজ। শেষ বলে ব্যাট করার সুযোগ পান তিনি। শেষ বলে চার মারেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করে চেন্নাই। রুতুরাজ ১০৮ রান করে অপরাজিত থাকেন।

# চড়া মেজাজের সেমিফাইনালে ৩ গোল, ২ লাল কার্ড, ওড়িশার কাছে ১-২ হার মোহনবাগানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইএসএল সেমিফাইনালের প্রথম পর্বের লড়াইয়ে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ভুবনেশ্বর গিয়েছিল লিগশিল্ড জয়ী মোহনবাগান। কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস চেয়েছিলেন, ভারতীয় ফুটবলে সবুজ-মেরুন শিবিরের দাপট অক্ষুণ্ণ রাখতে। কিন্তু ওড়িশা এফ সির কাছে প্রথম পর্বের সেমিফাইনালে ১-২ ব্যবধানে হেরে গেল মোহনবাগান।

ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা সম্পূর্ণ কাজে লাগাল সের্খিয়ো লোবেরার ছেলেরা। প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলতে শুরু করেন রয় কৃষ্ণ, প্রিন্সটনেরা। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নেওয়াই ছিল ওড়িশার ফুটবলারদের প্রাথমিক লক্ষ্য। তার আগেই অবশ্য মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন মনবীর সিংহ। ম্যাটের ৩ মিনিটে বাঁদিক থেকে আসা কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন মনবীর। পিছিয়ে পড়ার পরেই আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ায় ওড়িশা। বাড়িয়ে দেয় খেলার গতিও। তাতেই মেলে সুফল। ১১ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরায় ওড়িশা। জুয়ানের নেওয়া কর্নার থেকে মোহনবাগান বক্সে বল পেয়ে যান ফাঁকায় দাঁড়ানো কার্লোস ডেলগাডো। গোল করতে ভুল করেননি তিনি।

১-১ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে খেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন লোবেরার ছেলেরা। ১৪ মিনিটে মোহনবাগানের বক্সে ফাঁকায় বল পান কৃষ্ণ। বিশাল কাইথ ঝাঁপিয়ে আটকানোর চেষ্টা করলে ফাইল করে ফেলেন। কিন্তু ওড়িশার পেনাল্টির দাবি খারিজ করে দেন রেফারি। কারণ তার আগেই অফ সাইডের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। ৫ মিনিট পরে গোলের আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে ওড়িশা। এই সময় ওড়িশার একের পর এক আক্রমণের সামনে কিছুটা চাপে পড়ে যায় মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে বল দখল করতে পারছিলেন না। ওড়িশার গতির সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারছিলেন না হাবাসের ছেলেরা। যদিও লড়াই ছাড়েনি সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা। এর মধ্যেও প্রতি আক্রমণে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিল মোহনবাগান। ২২ মিনিটে জনি কাউকো, ২৪ মিনিটে দিমিত্রি পেত্রাতোসেরা গোল করার সুযোগ নষ্ট করেন। পেত্রাতোসের দুরন্ত শট আটকে ৩৪ মিনিটে ওড়িশার পতন রোখেন গোলরক্ষক অমরিন্দর সিংহ। ৩৯ মিনিটে ওড়িশাকরে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন কৃষ্ণ। এই গোলে ওড়িশার স্ট্রাইকারের কৃতিত্ব অস্বীকার না করলেও দায় এড়াতে পারে না মোহনবাগান রক্ষণ। মোহনবাগান ফুটবলারদের ভুলেই বক্সের মধ্যে বল পেয়ে যান কৃষ্ণ। গোলরক্ষক কাইতও আগে ভাগে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণর কাজ সহজ করে দেন। প্রথমার্ধে আর গোল করতে পারেনি কোনও দলই।

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে যায় ওড়িশা। মূলত প্রতিআক্রমণমূলক ফুটবল খেলতে শুরু করেন লোবেরার ছেলেরা। গোলের সুযোগ তৈরি করলেও সাফল্য পায়নি কোনও দলই। ৬৭ মিনিটে মাথা গরম করে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড এবং লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মোহন স্ট্রাইকার আর্মান্দো সাদিকুকে। ১০ জনের মোহনবাগান আরও চাপে পড়ে যায়। আবার ৭৪ মিনিটে ডেলগাডো বক্সের মধ্যে হাতে বল লাগালে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড এবং লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ফলে দু'দলই ১০ জনে হয়ে যায়। তাতেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি মোহনবাগান। বরং মোহন-রক্ষণকে ধারাবাহিক ভাবে ব্যস্ত রাখছিলেন ওড়িশার ফুটবলারেরা। ৮২ মিনিটে মোহনবাগানের পতন রোখেন কাইত। কৃষ্ণর কাছ থেকে বক্সের ভাল জায়গায় বল পেয়েও গোল করতে পারেননি জেরি। এর পরে মুহূর্তেরই প্রতিআক্রমণে উঠে প্রায় সমতা ফিরিয়ে ফেলেছিল মোহনবাগান। অনিরুদ্ধ থাপার শট পোস্টে গেলে ফিরে আসে। শেষ দিকে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন পেত্রাতোসেরা। ওড়িশার রক্ষণ সতর্ক থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া ব্যবধান ধরে রাখতে বক্সের নেমে এসেছিলেন ওড়িশার ছয়-সাত জন ফুটবলার। সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের দীর্ঘ সময় পায়ে বল রাখার প্রবণতাও কিছুটা দায়ী।

## কাজ হচ্ছে না রোহিত, কোহলিদের আবেদনেও!

# আইপিএলে আবার বিদ্রুপের শিকার হার্দিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** থামানো যাচ্ছে না ক্রিকেটপ্রেমীদের। দেশের সব শহরেই প্রায় একই ঘটনা ঘটছে। মাঠে নামলেই দর্শকদের বিদ্রুপের মুখে পড়তে হচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যকে। কাজ হচ্ছে না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের আবেদনেও।

হার্দিককে রেহাই দিল না জয়পুরও। সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মুম্বই অধিনায়ক ব্যাট করতে নামেন দলের পাঁচ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর। তিনি ক্রিজে গিয়ে গার্ড নেন। এই পর্যন্ত সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মুম্বই অধিনায়ক প্রথম বল খেলার জন্য প্রস্তুত হতেই গ্যালারির কিছু অংশে শুরু হয় 'রোহিত', 'রোহিত' চিৎকার। শুকনো মুখে হার্দিক চার দিক ঘুরে এক বার দেখে নেন। কারণ, এর বেশি তাঁর কিছুই করার ছিল না। সে সময় ডাগ আউটের সামনে বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রোহিত। সেই পরিস্থিতিতে তাঁর মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তবে বেশ কয়েক বার 'রোহিত', 'রোহিত' চিৎকার শোনার পর ভারতীয় দলের অধিনায়ক মাথা নিচু করে নেন। হার্দিককে বিদ্রুপের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমেও। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ক্রিকেটার হার্দিক অবশ্য ব্যাট এবং বল হাতে সফল্য পাননি। ব্যর্থ হয়েছেন রোহিতও। মুম্বইও হেরে গিয়েছে জয়পুরের কাছে।

আইপিএলের বেশ কয়েকটি ম্যাচে হার্দিককে নানা ভাবে বিদ্রুপ করেছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। রোহিত, কোহলি ছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাও ক্রিকেটপ্রেমীদের অনুরোধ করেছেন, হার্দিককে বিদ্রুপ না করতে। তাঁদের কথা যে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ কানে তোলেননি, সোমবার তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে জয়পুরের সোয়াইমান সিংহ স্টেডিয়ামে।

# আইপিএলের মতো বেশি রান হবে না বিশ্বকাপে, বলছেন ওয়ার্নার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এবারের আইপিএলের প্রধান গল্প মারকাটারি ব্যাটিং আর একের পর এক ছক্কা হাঁকানো। এবারই প্রথম আইপিএলে ওভারপ্রতি উঠেছে ৯ রানের বেশি করে। এক সানরাইজার্স হায়দরাবাদই আইপিএলে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙেছে দুবার।

আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারটি দলীয় স্কোরই এসেছে এ বছর। আইপিএলের পর পরই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইপিএলের মতো বিশ্বকাপেও কি রান উৎসব দেখা যাবে?

অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি, দিল্লি ক্যাপিটালসের ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার তেমনটা মনে করছেন না। ওয়ার্নারের মতে, বিশ্বকাপের উইকেট আইপিএলের চেয়ে ভিন্ন হবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট সম্পর্কে সাংবাদিকদের ওয়ার্নার বলেছেন, 'সেখানে উইকেট ধীরগতির হতে পারে, কিছুটা টার্ন করতে পারে। উইকেট কিছুটা নিচু ও ধীরগতির হয়। এমনকি ২০১০ বিশ্বকাপ যখন খেলেছি, হাই স্কোরিং উইকেট ছিল না।' এবারের আইপিএলে একের পর এক হাই স্কোরিং ম্যাচ হওয়ায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অ্যাঙ্করিং বা ধরে খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। ওয়ার্নার মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধরে খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে, 'তখনই (তেমন উইকেটে) আপনার অ্যাঙ্করের প্রয়োজন হয়, মাইক হাসির মতো একজনকে, সেখানে আমাদের জন্য রান করেছিল। সে উইকেটে আসত, তার নিজের মতো একটা ইনিংস খেলত। সেখানে বিষয়টি পুরোপুরি ভিন্ন হবে। সময়ের কারণে ম্যাচগুলোও হবে মূলত দিনের বেলাতে। তাই এটা একটা বড় ভূমিকা রাখবে।'

এবার আইপিএলে ওয়ার্নারের ব্যাট খুব একটা হাসেনি। এবার ৭ ম্যাচে ১৩৫ স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করেছেন ১৬৭।

নিজে সেরাটা না দিতে পারলেও আইপিএলের এবারের উইকেটের প্রশংসা করেছেন ওয়ার্নার, 'উইকেট খুবই ভালো ছিল। ফ্ল্যাট, কমপ্যাক্ট আর খুব বেশি হাই স্কোরিং। এবং যখন আপনি ছোট বাউন্ডারি পাবেন, আপনি বড় স্কোর দেখতেই পাবেন।'

এবার আইপিএলে ওয়ার্নারের দল দিল্লি ক্যাপিটালস খুব একটা ভালো করতে পারছে না। ৮ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুই ম্যাচ।

# জোকোভিচ ছুঁলেন ফেদেরারের রেকর্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গ্র্যান্ড স্লাম জয়ে পুরুষ টেনিসে সর্বকালের সেরা তিনিই। ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতে নারী-পুরুষ মিলিয়েও রেকর্ডটা মার্গারেট কোর্টের সঙ্গে ভাগাভাগি করছেন নোভাক জোকোভিচ। সার্বিয়ান মহাতারকা এবার টেনিসের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরেকটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। কাল রাতে মাদ্রিদে লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে আরেকবার বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার হাতে নিয়েছেন জোকোভিচ। এই নিয়ে পঞ্চমবার এই স্বীকৃতি পেয়ে টেনিসেরই আরেক কিংবদন্তি রজার ফেদেরারের রেকর্ড ছুঁয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী জোকোভিচ।

২০২৩ সালে তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের পথে রাফায়েল নাদালকে ছাড়িয়ে ছেলেদের টেনিসে গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ের রেকর্ড গড়েন জোকোভিচ। মেয়েদের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছেন গত বছর নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। স্প্যানিশ মেয়েরা বর্ষসেরা দলের পুরস্কারও জিতেছে।

রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুড বেলিংহামও জিতেছেন একটি পুরস্কার। ইংলিশ ফুটবলার পেয়েছেন ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার বা সেরা নতুন তারকার সম্মান। সেরা প্রত্যাবর্তনের পুরস্কারটা গেছে মার্কিন নারী জিমন্যাস্ট তারকা সিমোন বাইলসের হাতে। শারীরিক প্রতিবন্ধী বিভাগে বর্ষসেরা নেদারল্যান্ডসের হুইলচেয়ার টেনিস খেলোয়াড় ডিডা ডি গ্রুট। বর্ষসেরা অ্যাকশন ক্রীড়াবিদ স্কেটবোর্ডার অ্যারিসা ট্রিউ। টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের ফাউন্ডেশন জিতেছে স্পোর্ট ফর গুড অ্যাওয়ার্ড।

এবারের আগে ২০১২, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৯ সালেও লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছিলেন জোকোভিচ। সেই জোকোভিচ পঞ্চমবারের মতো পুরস্কার নিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হলেন, 'পঞ্চমবার জিততে পেরে খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমার ২০১২ সালের কথা মনে পড়ছে, ২৪ বছর বয়সে প্রথমবার জিতেছিলাম এই পুরস্কার। ১২ বছর পরও এখানে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। খুব ভালো একটা বছর কাটানোর স্বীকৃতি এটি। এমন একটা বছর, যে বছরটা আমাকে ও আমার ভক্তদের রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছে।'

স্পেনের বোনমাতি প্রথম ফুটবলার হিসেবে জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। শুধু মেয়েদের বিশ্বকাপই নয় বোনমাতি গত বছর বার্সেলোনার হয়ে মেয়েদের উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন।

বেলিংহাম স্বীকৃতি পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে অভিষেক মৌসুমের পারফরম্যান্সের জন্য। প্রথম মৌসুমে এ পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে ২১ গোল করেছেন তিনি। এবারের আগে ২০১২, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৯ সালেও লরিয়াসের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছিলেন জোকোভিচ। সেই জোকোভিচ পঞ্চমবারের মতো পুরস্কার নিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হলেন, 'পঞ্চমবার জিততে পেরে খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমার ২০১২ সালের কথা মনে পড়ছে, ২৪ বছর বয়সে প্রথমবার জিতেছিলাম এই পুরস্কার। ১২ বছর পরও এখানে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। খুব ভালো একটা বছর কাটানোর স্বীকৃতি এটি। এমন একটা বছর, যে বছরটা আমাকে ও আমার ভক্তদের রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছে।' স্পেনের বোনমাতি প্রথম ফুটবলার হিসেবে জিতেছেন লরিয়াসের বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের পুরস্কার। শুধু মেয়েদের বিশ্বকাপই নয় বোনমাতি গত বছর বার্সেলোনার হয়ে মেয়েদের উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন। বেলিংহাম স্বীকৃতি পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে অভিষেক মৌসুমের পারফরম্যান্সের জন্য। প্রথম মৌসুমে এ পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে ২১ গোল করেছেন তিনি। মানসিক অবসাদের কারণে জিমন্যাস্টিকস থেকে নির্বাসনে যাওয়া বাইলস তিন বছর পর ফিরেছিলেন খেলাটিতে। আর ফিরেই ওয়ার্ল্ড আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জেতেন এই মার্কিন তারকা। ২০০০ সাল থেকেই নিয়মিত ক্রীড়াবিদদের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে লরিয়াস একাডেমি। সেরা খেলোয়াড় বাছাই করেন সাবেক ক্রীড়াবিদদের নিয়ে গঠিত ৬৯ সদস্যের জুরি বোর্ড।

# 'সেরা সময়ে' এমবাপ্পের সঙ্গে দৌড়াতে চাইতেন বোল্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মাদ্রিদে গতকাল অনুষ্ঠিত হলো লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড। স্প্রিন্ট কিংবদন্তি উসাইন বোল্ট অনুষ্ঠানটি আলোকিত করেন। সেখানে ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার বা সেরা নতুন তারকার পুরস্কার পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামের সঙ্গে দারুণ সময়ও কেটেছে বোল্টের।

বেলিংহামকে দেখেই তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর পর আলিঙ্গন করেন অলিম্পিকে ৮ বার সোনাজয়ী বোল্ট। এরপর দুজনে মিলে দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে একটি উদ্‌যাপনও করেন। সেটি আসলে মাঠে গোল করার পর বেলিংহামেরই উদ্‌যাপনের প্রতিরূপ।

অনুষ্ঠানে জ্যামাইকান কিংবদন্তিকে পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে মার্কাটিভি। সেখানেই বোল্টের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ১০০ মিটার স্প্রিন্টে কিলিয়ান এমবাপ্পে তাঁকে হারাতে পারবেন কি না? এই প্রশ্ন ওঠার একটি পটভূমিও আছে। এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন আবারও ভাসছে স্পেনের বাতাসে এবং সেটি হওয়ার কথা এ মৌসুম শেষেই। রিয়ালকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মার্কার টিভি চ্যানেল তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টারকে পেয়ে মজার প্রশ্নটি করেছে। আর বল পায়ে ২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পের গতি নিয়েও তো প্রশ্ন চলে না।

গুঞ্জন আছে, এমবাপ্পে ১০০ মিটার দৌড় ১০.৯ সেকেন্ডে শেষ করতে সক্ষম। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লা ফিগারো' ২০২০ সালে এক জরিপে জানিয়েছিল, ঘণ্টায় ২২.৩৭ মাইল গতিতে দৌড়াতে পারেন এমবাপ্পে, যা ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর এমবাপ্পের গতি অনেক আগে থেকেই পছন্দ বোল্টের। বেশ কয়েকবার বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি ফরোয়ার্ডের প্রশংসাও করেছেন। এবার অবশ্য স্প্রিন্টে নিজের সিংহাসন ধরে রেখেই এমবাপ্পের প্রশংসা করলেন ৩৭ বছর বয়সী বোল্ট।

২০১৭ সালে স্প্রিন্ট থেকে অবসর নেওয়া বোল্ট এই বয়সেও দৌড়ে এমবাপ্পেকে হারাতে পারবেন কি না;প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে এখনো হারাতে পারব।' মজা করে বোল্ট আরও বলেছেন, 'নিজের সেরা সময়ে এমবাপ্পের সঙ্গে দৌড়াতে পারলে ভালো লাগত। সে আমার কতটা কাছে আসতে পারে সেটা দেখতাম।'

৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করার বিশ্বরেকর্ডধারী বোল্ট এমবাপ্পের প্রশংসাও করেছেন। তবে বোল্ট মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এটা অর্জন করা কঠিন। লোকে ভাবতে পারে ব্যাপারটা সহজ। তবে তার বিশেষ প্রতিভা আছে। এমবাপ্পে খুবই গতিময়। বল পায়ে খুবই গতিময়।'

রিয়ালে বেলিংহামের পারফরম্যান্স নিয়েও কথা বলেছেন বোল্ট। লা লিগার এবারের মৌসুমে রিয়ালের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা বেলিংহাম (১৭)। গত রোববার রাতে এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনার বিপক্ষে যোগ করা সময়ে গোল করে রিয়ালকে ৩,২ ব্যবধানে জেতান বেলিংহাম। তাঁকে নিয়ে বোল্ট বলেছেন, 'রিয়ালে যোগ দেওয়ায় তার কাছে আমরা দুর্দান্ত কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু সে এমন উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে গেছে, যেটা আমরা এখনই প্রত্যাশা করিনি। সে সব সময় উঁচুমানের ফুটবলারদের কাতারেই থাকবে। তার সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলাও আনন্দের। এটা ভালো যে তরুণেরা উঠে আসছে।'

এবার অলিম্পিক গেমসে থাকার কথাও জানিয়েছেন বোল্ট। ২৬ জুলাই থেকে প্যারিসে শুরু হতে যাওয়া প্রতিযোগিতাটি দর্শক আসন থেকে দেখতে ১০০ ও ২০০ মিটারের বিশ্বরেকর্ডধারী বোল্টের নাকি আর তর সইছে না, 'সবখানে যেন যেতে পারি সেই পাসটা (অনুমতিপত্র) চাই। যা যা কিছু করা সম্ভব তার সবই করতে চাই। চকলেটের দোকানে শিশুরা যেমন করে, সেদিন তেমনই হতে চাই।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**